সমর ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

পাঁচ বছর পরে

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট্, কলিকাতা।

বারো আনা

বহরমপুর,
নিউ বান্ধব প্রেস হইতে
প্রিণ্টার—শ্রীদেবীপ্রসন্ন মজুমদার
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যরসিক

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের

করকমলে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

সমর ভট্টাচার্য্য

পরিচয় পত্র।

নবীন নাট্যকার শ্রীমান্ সমর ভট্টাচার্য্যের "পাঁচ বছর পরে" নামে যে নাটক খানি আজ বাজারে প্রকাশিত হলো, তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে বলেই আমি সানন্দে এই পরিচয় পত্র লিখে দিচ্ছি, নাটক রচনার মূল কথা হচ্ছে তার ঘটনা ও সংলাপ, তার পরের কথা হচ্ছে চরিত্র সৃষ্টি। শ্রীমানের সংলাপ ও ঘটনা সংগঠনে বলশালীতা আছে একথা নির্ভয়ে উচ্চারণ করা যেতে পারে।

অতএব বাংলা দেশের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় সমূহ ও নাট্য-রসিকগণ তরুণ নাট্যকারের এই প্রথম নাটক খানির কুণ্ঠিত ভীরু আত্মপ্রকাশকে সহজ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করবেন একথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই। আশা করি শ্রীমান সমর ভট্টাচার্য্য তাঁর "পাঁচ বছর পরের" পাঁচ বছর পরে যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম নাটক খানি লিখবেন, সেখানি স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়েই দেখা দেবে।

আমার দেশের এই নবীন নাট্যকারের অভ্যুদয় সম্ভাবনায় আমি আনন্দিত।

জিয়াগঞ্জ,
৺বিজয়া দশমী '৪৭।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

কৈফিয়ত

আমি—

রসপিপাসু পাঠকগণের কাছে আমার নানা ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করার প্রয়োজন অধিক বলে মনে করি।

বইখানির পাণ্ডুলিপি রচনা করি প্রায় দু'বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে ও অসংখ্য বাধাবিপত্তির জন্যে সাধারণের কাছে প্রকাশ কোর্‌তে পারিনি। প্রধান কারণ—মফঃস্বলে ঘরে বসে বই রচনা করবার কল্পনা করা যত না কঠিন তার চেয়ে কঠিন মফঃস্বল প্রেসে বই মুদ্রনের কল্পনা করা। কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যে সম্মুখে এসে কত রকমে নিরুৎসাহ করবে তা এক ভুক্তভোগী ব্যতীত কল্পনাও করতে পার্‌বেন না।

সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় প্রুফ্‌সিট্‌ সংশোধন করতে বাধ্য হই ব'লে আমার অজ্ঞাতসারে বর্ণাশুদ্ধি থেকেগেছে। তা ছাড়া প্রিন্টিং মিষ্টেক ও কম হয় নি। এইসব মারাত্মক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি রসপিপাসুগণকে বইখানা কিছু আনন্দ দিতে পারে তবে জানবো এ কৃতিত্ব আমার নয় যাঁরা রস-গ্রহণ কোরবেন তাঁদেরই।

প্রথমাবধি আমার এই বই রচনায় যাঁরা প্রগাঢ় উৎসাহ দেখিয়েছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমি চির-অপরাধী থেকে যাবো। সে কারণ—যাঁর অসীম দয়ায় ও সবচেয়ে বড় সাহায্যে আজ আমি সর্ব্বসাধারনের হাতে এই ক্ষুদ্র বইখানা তুলে দিতে সমর্থ হ'লাম সেই পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগচী (প্রতিনিধী এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস ও ষ্টেট্স্‌ম্যান এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) মহাশয়ের কাছে আমি চির ঋণী। সঙ্গীত শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত ধনপতি সান্ন্যাল মহাশয়ের যত্নাভাব ঘ'টলে আমি কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌তাম না।

আমার পরম সুহৃদবন্ধুগণ শ্রীযুক্ত নিলীমারঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত নরালী প্রসাদ রায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ কর্ম্মকার ও শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার আঢ্য আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

আর একজন আমার সর্ব্ববিষয়ের সুহৃদ—সর্ব্বকার্য্যে আমার মঙ্গলদর্শী ও উৎসাহদাতা—যাঁর স্বভাবই আমাকে একজন বড় ক'রে দেখা—তিনি শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার মজুমদার মহাশয়ের ঋণের কথা প্রকাশ ক'রে আর ঋণের মাত্রা বাড়াতে চায় না। এঁদের সকলের যত্ন না থাক্‌লে এই অসম্ভব কার্য্যে আমি হয়ত কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌তাম না। এঁদের সকলের কাছেই আমি চির ঋণী।

এই বইখানাতে আমার মধ্যমাগ্রজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্যের দানও কম নাই।

খাগড়া,
২৪শে আশ্বিন, ১৩৪৭
দুর্গা নবমী।

ইতি—
গ্রন্থকার।

মাননীয় —
সুসাহিত্যিক — শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible] দাস মহাশয়
করকমলে।
[illegible]

[illegible]
27-10-40

পরিচয়।

মিষ্টার মিটার	... শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
নমিতা দেবী	... নারী সঙ্ঘের সম্পাদীকা।
ধর্ম্মদাস	... মিটারের বন্ধু।
বিস্মিতা	... ধর্ম্মদাসের আলোক প্রাপ্তা স্ত্রী।
বন্দনা	... ধর্ম্মদাসের কন্যা।
ডক্টর ডে অজয় রহমান খাঁ বঙ্কিম	... নমিতার বন্ধুগণ।
মহাদেব	... কৈলাসপতি।
উমা	... ঐ স্ত্রী।
কমলা	... নমিতার বন্ধু।

চন্দ্রকান্ত, দুর্গানন্দ, দামিনী, পেঙ্লু, বয়, আরদালী, মদন, নবদ্বীপ, নন্দী, নারদ, নমিতার ছেলে-মেয়ে ও বালকগণ ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পুস্তকের কোন চরিত্রই অঙ্কিত করা হয় নাই। সমস্তই কাল্পনিক।

পাঁচ বছর পরে

(রঙ্গ নাটিকা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কৈলাস। আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের শ্রেণীঃ পশ্চাতে অসংখ্য উজ্জল জ্যোতি নক্ষত্রমালা মধ্যে, উজ্জলতর সূর্য্যরশ্মি দেখা যাইতেছিল। দেবাদিদেব মহাদেব অপেক্ষাকৃত উচ্চাসনে বসিয়া ধ্যান মগ্ন। দূরে কাঁশর ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনি মৃদুবাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সহসা মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—

মহাদেব। নন্দী! নন্দী!

নন্দী। (ভিতর হইতে) আজ্ঞে যাই। (প্রবেশ করিল, হাতে তাহার ভাঙ্ পাত্র।) আজ আবার এমন অসময়ে আপনার ধ্যান ভঙ্গ হোলো কেন বাবা? সে কালে না হয়—

মহাদেব। উমা কই? তাকে ডাকো ত' একবার।

নন্দী। (মৃদু হাঁসিয়া।) মা তো নেই। বাইরে গেছেন! আস্‌তে তাঁর দেরী হবে আমাকে তাই বলে গেছেন।

মহাদেব। উমা নেই? কোথায় আবার গেল?

নন্দী। তা তো সঠিক জানিনে। মাত্র ব'লে গেছেন, আস্‌তে তাঁর দেরী হবে, রান্না-বান্না গুলো আপনাকে সেরে রাখ্‌তে।

মহাদেব। রান্না-বান্না আমাকে সেরে রাখ্‌তে বলে গেছে! কেন?...দেখ' নন্দী ঠাট্টা সব সময়ই ভাল লাগে না, তারও একটা সময় আছে।

নন্দী। সময় অসময়ের কথা জানিনে প্রভূ! আর ঠাট্টাও আমি করিনি। আমি যা ব'ল্লাম—তা আমারও এ মুখের কথা নয়, এ মা-রই মুখের কথা। ঠাট্টা নয়—নির্ঘাত সত্যি—কঠোর সত্যি।

মহাদেব। তুই কি বোল্‌ছিস্ নন্দী! রান্না ক'র্‌তে হবে আমাকে—সে তোকে এই কথা বলে গেছে? কি জানি কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে বাপু! সে তো কোন দিন একথা আমাকে বলে না। আর আমি পারবো কেন রান্না কোর্‌তে? এই জটা, এই বাঘছাল, এই ভস্মমাখা ছ' মুণো দেহ নিয়ে—

নন্দী। কিন্তু না পারলে তো চোলবে না বাবা—আজ হোতে পারতেই যে হবে!

মহাদেব। আজ হোতে পারতেই হবে আমাকে?

নন্দী। হ্যাঁ, না পারলে এই কৈলাস শুদ্ধ লোক না খেতে পেয়ে ম'রে যাবে যে।

মহাদেব। তাই তো। (আসন হইতে নামিলেন।) কিন্তু এ অসময়ে সে গেছে কোথায় যে আমাকে হাত পুড়িয়ে রান্না কোর্‌তে হবে! মর্ত্তে তো তার এ মাসে আহ্বান হয় না।

নন্দী। আজ্ঞে মর্ত্তে তিনি তো যাননি, এই স্বর্গধামেই আছেন।

মহাদেব। স্বর্গধামে আছে? স্বর্গধামে এমন সময় কি এমন জরুরী কাজে গেছে যে, এসে রান্না-বান্না কোরবার তার সময় হবে না? তুমি কি সব বোল্‌ছো? কোথায় গেছে তা কিছু বলেছে তোমাকে?

নন্দী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছেন। মা গেছেন নারী প্রগতি সভার মিটিঙয়ে।

মহাদেব। কিসে?

নন্দী। মিটিঙয়ে।

মহাদেব। এখন আবার ওসব কেন! এই তো সেদিন মর্ত্তে গিয়ে ভালো ভালো কি যে সব উঠেছে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাননবালা শায়া, পাহাড়ী কাপড়, সাইগল—প্রমথেশ জ্যাকেট কিনে দিলাম—ঝোক্ ধরে ছিলো ওঁ যে সব কাপড় পোরছে তা নাকি এ যুগে আর চলেনা বলে। আবার সেই রিংরাজী নাম ওয়ালা কাপড় জামা কেনা কেন তাতো জানিনে বাপু!

নন্দী। (অবাক হইয়া) আজ্ঞে আপনি ওসব কেনা কেনির কথা কি বোল্‌ছেন?! মা কোন কিছুই কিনতে জাননি। তিনি গেছেন মিটিঙয়ে। মিটিঙ মানে সভা!

নারদ এক হাতে বীণা ও অপর হাতে একখানি যুগবার্ত্তা খবরের কাগজ হাতে প্রবেশ করিল।

মহাদেব। এই যে দেবর্ষি নারদ! এসো। এক মহাসমস্যা আবার আমার কাঁধে চেপেছে।

নারোদ। শুধু একা আপনার কাধে! পৃথিবী সুদ্ধ লোকের কাঁধে চেপে বসেছে। চেয়ে দেখুন সুদুর ইউরোপে। বৃটিশের কাঁধে চেপেছে, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ, ইটালী, মায় নির্জ্জীব ভারতেরও কাঁধে চেপেছে ওই প্রকট সমস্যা!

মহাদেব। আঃ নারদ! আমি সে সমস্যার কথা কিছু বলিনি—আমি বলছি তোমার গিন্নিমার কথা।

শুনেছো কিছু! তোমার তো না শোনবার কথা নয়।

নারদ তাঁহার দিকে আর কান দিল না। সে বীণা রাখিয়া হাতের কাগজ মেলিয়া ধরিল—

মহাদেব। ওখানা আবার কি? কার আবার কুষ্ঠি ঠিকুজী নিয়ে এলে বাপু! আবার কোথাও বিবাহের বিভ্রাট জাঁকিয়ে তুলেছো নাকি?

নারদ। আজ্ঞে না। এ কুষ্ঠি নয় ঠিকুজী ও নয়। এ মর্ত্তবাসীর দিব্য চক্ষু—অর্থাৎ দেশের এক রকম কুষ্ঠি বোললেও চলে। এতে স্বর্গ—মর্ত্ত—ত্রিভুবনের সমস্ত খবর পাওয়া যায়। এর আবিষ্কার হওয়াতে আমাকে আর স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবন ঘুরে বেড়িয়ে খবর সংগ্রহ কোরতে হয় না। সমস্ত খবর ঠাই বসে এই কাগজ হোতে পাওয়া যায়। কি কোথায় হচ্ছে হবে-সব! এমন কি পাত্র পাত্রীর খবর পর্য্যন্ত মেলে; ঘটকের দরকার হয় না আজ কাল।

নন্দী। এতো ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঘটকের দরকার হয় না? তা হলে ঘটকদের দাপট মরেছে বলুন।

নারদ। নিশ্চয়! এই ভাখো পাত্রের খবর একটা পোড়ে শোনাচ্ছি। (পড়িল)। পাত্রী চাই। পাত্রীর গায়ের রঙ্ হইবে "বস্ত্রধৌত শিল্পাশ্রমের ধোয়া বনাতের মত। আধুনিক ঢঙের তন্বী শারীরিক গঠন অবশ্য হওয়া চাই। পাড়া গাঁয়ের জমীদার কিংবা সহুরে উকিলের ফরাসের শোভা তাকিয়ার মত রোগা হইলে চলিবে না। লেখা পড়াও—"

মহাদেব। (বিস্ময়ে) এত চায়!

নারদ। আরও আছে! শুনুন। "লেখা পড়াও জানা চায়। উকিল পাত্রের মহুরীর কার্য্য অবসর সময়ে করিতে হইবে। সূচিশিল্পে বোক্সু দর্জির মত দক্ষতা অবশ্য থাকা চায়। আরও—গৃহে স্বামীর অনুপস্থিতি সময়ে বাড়ীর রাজমজুরদের উপর লক্ষ্য বা উক্ত কার্য্যে কিছু জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়। চাহিদা তেমন কিছু নাই। মাত্র দশ হাজার টাকা।"

নন্দী। সবই চায় দেখছি! পাত্রটি কি করে, কিছু দিয়েছে দেবর্ষি?

নারদ। পাত্র ল'গ্রাজুয়েট্। পাত্রের পিতা সাক্ষাত শ্রীহর্ষের বংশধর। পত্রবিনিময়ে অপরাপর বিবরণ জ্ঞাতব্য।

মহাদেব। তাই তো হে নারদ—এতো ভারি আশ্চর্য্যের কথা!

নারদ। আশ্চর্য্য বলে আশ্চর্য্য! সে কালে যদি এ আবিস্কার হোতো তা হোলে আমাকে আপনার বিয়ের জন্যে অতো লোকের দোরে দোরে ঘুরে নেমন্ত্র কোর্তে হয়রান হোতে হোতো না। এক টুক্রো কাগজে লিখে পাঠাতে পার্লেই— পৃথিবী ব্যাপী লোক সুদ্ধে যেনে যেতো। উঃ! কি কষ্টই আমার গেছে। আর কষ্ট কোর্তে হবে না আমাকে! এ হোলো মর্ত্তবাসীর দিব্য চক্ষু। আপনাদের দিব্য চক্ষু আছে, মর্ত্তবাসীর ছিল না। তারা আপনাদের তোয়াক্কা না কোরেই এই অমূল্য দ্রব্যবের আবিষ্কার করেছে—আহা কি সুন্দর!

নন্দী। আচ্ছা দেবর্ষি—স্বর্গের খবর কিছু আছে ওতে?

নারদ। বোল্লাম তো সবই আছে বাবা!

মহাদেব। আচ্ছা পড়ো তো কি আছে শুনি!

নারদ। আচ্ছা তাও পোড়ছি। শুনুন। (সমস্ত কাগজ খানিকে নানা ভাবে দেখিয়া পড়িল।) "ইন্দ্র-পুরীতে বিরাট মহিলা সভা। ৫ই মে, ইন্দ্র-পুরীতে মিসেস্ যমের সভাপতিত্বে নারীর শৃঙ্খল

মোচন কল্পে একটি বিরাট মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিতা মহিলাগণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। মিসেস্ নারায়ণ, (শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী) অরুন ধৃতী, উল্কা, মারুতী বালা, উমা দেবী প্রভৃতি। নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উমা দেবী উত্থাপন করিলে গৃহীত হয়। মর্ত্তধামে নারী-পুরুষের প্রকৃত সম্পর্ক লইয়া ভীষণ সংর্ঘষ উপস্থিত হইয়াছে। পুরুষ নারীকে চিরকাল সন্তান ও সংসারের ধোয়ায় ভুলাইয়া বাহিরের আলো হইতে দুরে রাখিয়া আসিতেছে। এমন কি তাহারা নারীর ব্যেক্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে রাজিনয়। আজ তাই মর্ত্তের নারীগণ পুরুষের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ভাবে সংগ্রাম চালাইতে সর্ব্বতো ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সংগ্রামে কি স্বর্গের কি মর্ত্তের, সকল নারীকে সাড়া দিয়া এই আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইবে।

নন্দী। মা সন্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন দেবর্ষি? তা হোলে মা সন্তাতের দাবী—সন্তানে পবিত্র স্নেহ মানতে রাজিনয়? তা হোলে সন্তান মা-য়ের বক্ষের অমৃত ধারা পান না কোরে কি কোরে বাঁচবে, আর কি করেই বা এই শস্য

শ্যামল পৃথিবীর রূপ ফুটবে— ব্রহ্মার সৃষ্টিই বা কি করে থাকবে দেব ?

নারদ। থাক্‌বে না ! এতো সোজা কথা বাবা ! প্রকৃতি যদি পুরুষের সম্বন্ধ মান্‌তে না চায়, তবে ব্রহ্মার সৃষ্টি চির তরে নির্ব্বাণ লাভ কোরবে ! কেও কারো প্রতীক্ষা কোরবে না।

মহাদেব। (চিন্তিত ভাবে পদচারনা করিলেন) তাই তো।...আচ্ছা চম্পা ঝি'কে ডাকো তো নন্দী। কথাটি সত্যি কিনা—

নন্দী। আজ্ঞে সে তো নেই। ঝি হ'লেও নারী তো সে ! মা-য়ের সঙ্গেই মিটিঙে গেছে

এমন সময়, পায়ে হিল্ সু, হাতের কোব্জি পর্য্যন্ত ঢাকা একটি জ্যাকেট্, অর্থাৎ বডিজ, গায়ে ও পরণে দামী ফিরোজা রঙের শাড়ী পরিয়া উমা গট্ গট্ করিয়া প্রবেশ করিল। হাতে একটি ভ্যানেটি ব্যাগ ও থাকিবে।

নন্দী। এই যে মা—এখনও মিটিঙ্‌য়ে যাননি দেখছি ?

উমা। না যাইনি এখনও ·· যাচ্ছি ! (মহাদেবকে)। হ্যাঁ, আমার মিটিঙ্ শেষ কোরে ফিরে

আসতে দেরি হোতে পারে আজকে ···সময় থাক্‌তে বোলে গেলাম। সংসারের কোন কাজ কোর্‌তে আজ আমি পারবোনা, কাজ গুলো আজকের মতো তুমিই কোরে নিও। আমার এন্‌গেজমেণ্ট আছে, আমি খাবোওনা, বুঝলে ?

নারদ। ঊনি কি সংসারের এই সব কাজ—

উমা। হ্যাঁ, কোর্‌তে হবে! (বিরক্ত ভাবে) কেন ঊনি সংসারের কাজ পারবেন না শুনি? আমিও দেবতা ঊনিও দেবতা! আমার দ্বারা যদি একাজ হোতে পারে, কেন হবে না ওঁর দ্বারা ? সংসার যখন আমাদের উভয়েরই, তখন আমিইবা একা এসব কাজ কোরে মোব বো কেন ?

নন্দী। মা নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি—

উমা। থামো নন্দী, থামো! ঢের লেক্‌চার এতকাল শুনে আস্‌ছি তোমাদের মুখে—কিন্তু আর নয়। আর আমরা ওই অন্তঃসার শূন্য বুলি শুনতে নারজ।

নারদ। কিন্তু এইসব সংসারের কাজ কি আমার ক্ষ্যাপা —ভোলা—

উমা। (ততোধিক রাগে) আঃ! ক্ষ্যাপা—ক্ষ্যাপা— ক্ষ্যাপা! শুন্‌তে শুন্‌তে অন্তর পুড়ে গেলো!

ক্ষ্যাপা পাগোল চিরকাল সেজে থাকলে চলে না দেবর্ষি— চলেনা। (মহাদেবকে) ক্ষ্যাপা !! কতকাল আর ভণ্ডামি কোরবে ! ...সে কালে পতি ভক্তির অন্ধকারে থেকে যা শুনেছি তা শুনেছি—কিন্তু আর শুনতে একালে রাজি নই, যেনো !

নন্দী। মা— মা— ক্ষ্যান্ত হও মা—ক্ষ্যান্ত হও ! তুমি এভাবে চোললে পৃথিবী থাক্‌বে না মা ! মর্ত্তের আবর্জ্জনা স্বর্গে টেনে এনে স্বর্গবাসীর অমঙ্গল ডেকে এনো না মা ! ও মর্ত্তের নিয়ম মর্ত্তে শোভা পাক !

উমা রাগে দাঁড়াইতে পারিল না। বিদ্যুত বেগে বাহির হইয়া গেল।

মহাদেব। সতীর এ আবার কোন মুর্ত্তি দেবর্ষি এ মুর্ত্তিতো কখনও দেখিনি ? (একটু পরে) অথচ এই সতী একদিন যক্ষপুরে ভোলানাথের নিন্দা কানে না শুন্‌তে পেরে দেহত্যাগ করেছিলো। কিন্তু আজ—

নারদ। আজ আর সেকাল নেই প্রভু ! এ কাল নারী মুক্তির কাল ! এ কালে নারীর হৃদয়ে নারী

নেই—সেখানে একটা পিশাচ স্থান পেয়েছে। মরুজেগে উঠেছে মা-য়ের বুকে!

মহাদেব। (সহসা দৃঢ় কণ্ঠে ডাকিলেন) সতী! সতী—উমা! যাবার পুর্ব্বে আমার একটা কথা শুনে গেলে বোধ হয় ভালো কোরতে!

(উমা রাগ-ভরে পুনঃ প্রবেশ করিল।)

উমা। কি—কি এমন কথা আজ নূতন করে আমাকে শোনাবে? বাপের বাড়ীর উৎস্ববে যোগদান কোর্‌তে সেদিন যেমন বাধা দিয়েছিলে, আজও তাই দেবে তো? কিন্তু এ কথা স্মরণ আছে বোধ হয় যে, সেদিন যেমন তোমার কথা শুনিনি—আজও তেমনি শুনবো না।

নন্দী। বাবা—মা! প্রলয় ডেকে এনো না মা—

মহাদেব। শুনবে না!

উমা। না! কোন আদেশ শুনবো না—কোন পার্থক্য আজ আর কারো মাঝে রাখবো না! স্বর্গ-মর্ত্ত এক কোর্‌তে চাই—ভেঙ্গে দিতে চাই সকল বাধা সকল দুর্নীতি।

নারদ। ভেঙ্গে দিতে চাও স্বর্গ মর্ত্তের ব্যবধান?

উমা হ্যাঁ—চাই! নারীদের দলে পিষে এ ভাবে রাজত্ব আর তোমাদের চোলবে না। চেয়ে

দেখ মর্ত্তের পানে; সেখানে নারীরা কি ভাবে মুক্ত হোতে চলেছে—

হাত মেলিয়া দেখানর সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তে আলো জ্বলিলে দেখা গেল, কলিকাতার বালিগঞ্জ লেকের পাশে একটি অতি আধুনিক কায়দায় সাজান বাড়ীর ড্রইং রুমে মিষ্টার মিটার, (নূতন বিলাত প্রত্যাগত) সাহেবি কায়দায় বসিয়া ইংলিস খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পার্শ্বে ধর্ম্মদাস বসিয়াছিল।

মিটার। বুঝলে ধর্ম্মদাস—

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিটার। ইণ্ডিয়ান কালচারের যেন জোয়ার লেগেছে!

ধর্ম্মদাস। ভাটা লাগতেই বা কতক্ষণ।

মিটার। বলো কি ধর্ম্মদাস! বার্গস্ঁ থেকে আরম্ভ ক'রে, বার্ণাডশ' পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছেন, ইণ্ডিয়ার এ কালচারে ভাটা লাগতে পারে না। "নায়ে.মাত্মা বলহীনে লভ্য-র দুন্দুভিনাদ আজ সমস্ত বিশ্বের জনগণ শুনে বিস্ময়ে—

ধর্ম্মদাস। হাইকোর্টের মোটা মোটা থামের মত দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক হ'য়ে রয়েছে।

হাসিতে হাসিতে নমিতা প্রবেশ করিল।

নমিতা। ওগো শুনছো! আজকে আমার একজন প্রবাসের বন্ধু এখানে এসেছেন।

ধর্ম্মদাস। এসেছেন নাকি নমিতা?

নমিতা। ইডিয়েট! কথা বোল্‌তে শেখনি! তুমি কি আমার ওগো যে—

মিটার। ধর্ম্মদাস, নারীকে তার উপযুক্ত সম্মান দিতে শেখনি কেন?

ধর্ম্মদাস। কিছু মনে কোরবেন না স্যর! নিজের সম্মান কম বলেই হয়তো ওটা আয়ত্ত হয় নি।

নমিতা। "এই সব মূক্ মুখে দিতে হবে ভাষা!"

ধর্ম্মদাস। পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইবো?

নমিতা। পায়ে হাত নারীর! বিলেত হলে এরা মানহানির দায়ে চ্যান্সেরী কোর্টে হাজির হবার আমন্ত্রণ পেতো।

মিটার। Bing my Life......চ্যান্সেরী কোর্টে বোললে কেন? শরীফের আদালতে বলো।

নমিতা। এরা গরীব।

মিটার। ভেনাশ বলেছেন—"হত ভাগ্যদের জন্যই নন্দন."

নমিতা। ধর্ম্মদাস, তুমি কি উৎপাদন করো যাতে করে শরীফের আদালতের—

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে পুত্র কন্যা।

নমিতা সামান্য লজ্জা পাইল মাত্র। আরদালী প্রবেশ করিল।

আরদালী। হুজুর, এক আদমী মুলাকাৎ মাঙ্‌তে হেঁ!

নমিতা। কে? বোধ হয় মিষ্টার খাঁন্! কিন্তু এখন তো তাঁর এলে চোলবে না। বাজে লোকনিয়ে আড্ডাদেবার মত সময় এখন হাতে আমাদের কারো নেই। উন্‌কো বোলাদেও কোঠী মে কই হ্যায় নেই।

আরদালী। বহুৎ আচ্ছা মেমসাব। (প্রস্থান)

মিটার। কিন্তু ওঁকে কি—

নমিতা। তা হোক্, এখন অতো ফরম্যালিটিতে দরকার নেই। এখন সময় নষ্ট করা আমার চোলবে না। আমি যে বেঙ্গলের ফিমেল লাইফ নিয়ে থিশিস্ লিখবো মনে করেছি, তার এখন আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ষ্টডি না কোরলে—

মিটার। কিন্তু ওতে আমার প্রয়োজন অল্প—

ধর্ম্মদাস। কারণ—উনি the Bull!

নমিতা। রট্! এতে আমার দরকারের চেয়ে তোমার দরকারও কম নয় আমি মনে করি। I mean

তুমি না আমার পাশে থাক্‌লে—ধর্ম্মদাস লজ্জা পাচ্ছো বুঝি? আমাদের ক্রাইষ্ট মেথডিষ্ট চার্চ্চের মনার্করাই, মেয়েদের লাইফ বোঝে ভালো।

মিটার। মেয়েরা পুরুষদের লাইফ কেমন বোঝে? নিশানা কোথাও দেখাতে হয়তো আশা করি পারবে না। কিন্তু আমরা পারবো। তাজ—আমরা মেয়েদের বুঝেই বিখ্যাত তাজমহল গড়েছি।

নমিতা। কতকগুলো ইঁট, কাট, আর পাথরের কারু-কার্য্য! এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? হ্যাঁ, হোতো যদি নিট্ সোনা, কি প্ল্যাটিনম, বা অ্যাকটিনিয়া-মের—ধর্ম্মদাস তোমার মত কি?

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে পাপ মুখে তো কোন দিন বোলতে পারিনে—তবে হ্যাঁ, আপনি যা বোল্‌লেন—তা যথার্থ কথা।

মিটার। ধর্ম্মদাস, তাজমহল চোখে দেখোছো কোন দিন?

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে,-তা—হ্যাঁ—সে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে দেখেছি।

মিটার। না দেখে নমিতার কথা সমর্থন করা তোমার অন্যায়।

মিটার হাতের চরুটটি নমিতার হাতে দিলে নমিতা টান দিতে সরু করিল।

ধর্ম্মদাস। একথা যথার্থ। তবে কি জানেন—

নমিতা। বলো তুমি কি চাও, বোলতে পারো। কিন্তু অনাবশ্যক ভূমিকা করো না।

ধর্ম্মদাস। বোলতে লজ্জা কচ্ছে আপনার সম্মুখে।

মিটার। আচ্ছা চোখ ঢেকে বলো।

ধর্ম্মদাস। উনি নারী—ওঁর সম্মানের জন্যে—

নমিতা। এ কাওয়ার্ড!

নমিতা বাহির হইয়া গেল।

মিটার। ধর্ম্মদাস, আমার সঙ্গে একটু এসো, তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে।

ধর্ম্মদাস! আমার সঙ্গে?

মিটার। হ্যাঁ। সে দিন যে বৈষ্ণব-মত-বিবেক নিয়ে আলোচনা তুলেছিলে, সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জান্‌তে চায়।

ধর্ম্মদাস। চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া গেল। নমিতা পুনঃ প্রবেশ করিল। ঘরে কাহাকেও না পাইয়া আপন মনেই একখানি ইংলিস গৎ পিয়ানোতে বাজাইল। ডক্টর ডে প্রবেশ করিলেন।

ডাঃ-ডে এন্‌কোর এন্‌কোর!

নমিতা। (খুসি ভরে।) নো-মোর—নো-মোর! Good day! (করমর্দ্দন করিল!) বসুন।

ডাঃ-ডে। মিষ্টার মিটার কোথায় গেলেন এ অসময়ে?

নমিতা। ও ঘরে বসে বৈষ্ণব-মত-বিবেক সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বালোচনা কোচ্ছেন।

ডাঃ-ডে। বিলেত থেকে ঘুরে এসে এতদিন পরে প্রফেসর মিটারের—বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনার খেয়াল হোলো কেন? অবশেষে ওই ধর্ম্মেই দিক্ষা গ্রহণ কোরবেন নাকি?

নমিতা। কোরতেও পারেন। খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ, যখন যা খেয়াল হয় তাই করেন! সময় সময় ওই জন্যেই তাঁর সঙ্গে আমার মতের মেলে না। একবার বিলেতেও তাঁর কি খেয়াল হোয়েছিলো যে, পিতৃ-সপিণ্ডণ করাবেন। শেষে এক ক্যাথলিক গির্জ্জার পুরোহিতকে দিয়েই পিতৃ-সপিণ্ডণ করিয়েছিলেন।

ডাঃ-ডে। বিলেতে পিতৃ-সপিণ্ডীকরণ?

নমিতা। হ্যাঁ,। উনি "Life and death" বলে একখানি বই পড়ে একদিন গল্প কোরছিলেন—অশরীরী আত্মারা নাকি বেঁচে থাকে ঠিক্ আমাদেরই মতো। তাদেরও নাকি খিদে পায়—ঘুমোবার ইচ্ছা জাগে—অবিকল দেহধারী মনুষ্যের মতন।

ডাঃ-ডে। তারা কোথায় থাকে কিছু টের পেয়েছেন ?

মিটার কি কাজের জন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মিটার। নমিতা……উনি—

নমিতা। আমার অক্সফোর্ডের বন্ধু—ডক্টর ডে।

মিটার তোমার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে। আমি মনে করি এখনই সেটা কোরতে পারলে ভাল হয়।

নমিতা। এখন আমার মোটে সময় নেই। বহুত দিন পরে ওঁর সঙ্গে দেখা—

মিটার। সময় নেই ? কেন ? কি চান উঁনি ? ধর্ম্মদাস ঠিক্ বলে I have love him ! (মিটার চলিয়া গেলেন) ।

নমিতা। You ! should know etequette ? ডক্টর ডে, চলুন কোন নিরালা স্থানে গিয়ে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা কোরবো। অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে যা, এখানে বসে চোলবে না। দেখলেন তো ওঁর মেনটালেটি কত লো… কোথাও সে রকম প্লেস নেই এই কোলকাতাই ?

ডাঃ-ডে। পাশেই বালীগঞ্জ লেক্। মডার্ণ কবিরা ও স্থানটিকে প্যারাডাইস অব ক্যাল্কাটা বলে

বর্ণনা করেছেন। পার্কে যাবেন না, ওখানে সব ক্লার্কের ডিপো।

নমিতা। চলুন, যেখানে হয়। এ্যাট্‌মোষ্টকেয়ার এস্থানের খুব খারাপ হয়ে উঠেছে। আমার অসহ্য ঠেক্‌ছে।

আলো দ্রুত নিবিয়া গেল। পুনরায় জ্বলিলে দেখা গেল নানা দেশীয়ও বিদেশীয়, নানা ভঙ্গীমার ষ্ট্যাচু—ও হালফ্যাসানের আসবাব পত্রে সাজান একটি ড্রইং রুম। ড্রইং রুমে ততোধিক হাল-ফ্যাসানে সজ্জিতা দুইজন নারী বসিয়া তর্ক করিতেছে। এক জনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অপরের হাতে এক পেয়ালা ধূমাইত চা।

নমিতা। তাই বলে যে সমস্ত অবিচারই আমাদের মুখ বুজে সইতে হবে তা বলিসনে কমল।

কমল। না—সইতেই যে হবে তা বোলছিনে। আবার এও না বলে পাচ্ছিনে মিতা, স্ত্রী আর পুরুষ একই ভগবানের সৃষ্টি—একই মহাশক্তির অংশ। কিন্তু তবুও সূক্ষ্ম বিচারকরে দেখলে বেশ বোঝা যায় উভয়ের মধ্যে স্বভাব ও

চরিত্রগত অনেক প্রভেদ আছে। এ কথা যেমন মানুষের পক্ষে খাটে, তেমনি পশু-পক্ষীদের পক্ষেও খাটে। বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার শক্তি প্রভৃতি, মস্তিকের গুণে হয়তো স্ত্রী, পুরুষের অনেকটা সমান। কিন্তু শারীরিক ও নৈতিক গুণে অনেকটা পার্থক্য আছে—এ কথা তোকে মানতেই হবে !

নমিতা। কিন্তু, তুমি গোঁড়াতেই ভুল করে বসে আছো কমল ! একাল ব'লে যে আমাদের মাঝে একটা বস্তু এসেছে, তা তুমি মানতেই চাচ্ছোনা। একথা তুমি কেন—আজ সকলেই স্বীকার কোরবে—যে, মেয়েরা আজ বহু কষ্ট সহ্য করে, দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথে হেঁটে, ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে একটু ফাঁকা যায়গাই এসে দাঁড়িয়েছে...এটা আমাদের নব যুগ যে তা অস্বীকার কোরতে পারো ?

কমল। না—তা অবশ্য পারিনে বটে। তবু এ কথাও সত্যি যে, যে বস্তুটা আমরা ঘুম থেকে উঠে পেতে চাচ্ছি সেটা খাঁটি সত্যও তো না হোতে পারে ! সেটা বিচার করে তার ভবিষ্যত যুক্তি তর্ক দিয়ে মুক্ত করা কি আমাদেব উচিৎ নয় ? আজ যে বস্তুটা আমাদের মাঝে সম্পূর্ণ

পাশ্চাত্য জগত হোতে এসেছে সে বস্তুটা আমাদের দেশোপযোগী কিনা সেটা কে বলে দেবে? চোক্‌বুঁজে আজ যার পানে ঝাঁপিয়ে পোড়তে চাচ্ছি, সে আমাদের মাঝে এমন হটাৎ আগত বস্তু যে, কেও আমরা চোক্ মেলে দেখ্‌ছিনা সেটা ভাল কি মন্দ! এইটার কথাই আমি ভেবে—

নমিতা। এতে তোমার ভেবে দেখবার বা দুঃখ করবার কিছুই নেই ভাই! যুগেরদাবী! যা অবশ্যম্ভাবী তা হবেই, তাকে কেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। যে জাতী অত্যাচারে দুর্ব্বল হোয়ে অতিষ্ট হোয়ে ওঠে, সে যখন যাগে তখন এমনি আকস্মিকই জাগে—এমনি উগ্ররূপই তাব প্রকাশ পায়। এতো ঐতিহাসিক সত্য। এই জাগরণের রূপটাকে প্রথম বলে—একেবারে নূতন বলে, সহ্য কোরতে আমাদের কষ্ট বা দ্বিধা হয়—অজানিত ভয়ে তাকে দুরে ঠেলে রাখতে চাই। যেমন চোখের ওপর দেখ জ্বলন্ত প্রমাণ রাশিয়া। তাদেরও ঠিখ আমাদের মত অবস্থাই পূর্ব্বে হোয়েছিলো—আমাদেরই মত দ্বিধার পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলো! কিন্তু আজ? রাশিয়ার মেয়েরা আজ আর নিদ্রিতা নেই!

তাদের মনের অসাড়তা—দ্বিধা-দন্দ্ব সব ঘুঁচে গেছে। তারা এখন বেশ বুঝেছে কিসে তাদের উন্নতি আসবে—নারীজাতীর মঙ্গল হবে। তাই তারা এখন চাই শিক্ষা, জীবনের উন্নতি। এক গুঁয়ে পুরাতন আদর্শ মন থেকে আজ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের সমস্ত বাধাবন্ধ দূরে ফেলে দিয়ে। তেমনি আমরাও ওদেরই মত আমাদের সমাজের যে সব কুসংস্কার আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে সে গুলো ফেলে দিয়ে ওদেরই মন-প্রাণ —ওদেরই আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চাই— বোলতে চাই আমরাও মানুষ!

কমল। কিন্তু এটা ভুলো না মিতা, ওরা আমাদের মত পরাধীন জাতী নয়—স্বাধীন! স্বাধীন বৃত্তিতে যা সাজে, আমাদের পরাধীনতা—শৃঙ্খলিতা হোয়ে তা সাজে না!

নমিতা। হ্যাঁ; এই কথাটাই তোমার কাছ হোতে শুনবার আশা করছিলাম। না, সেটা ভুলিনি ভুলবোও না! তবে এর উত্তরে তোমাকে একটা কথা বলি তা হলেই বুঝতে পারবে। নিজের নিজের মনের পানে নিবিষ্ট মনে সন্ধান নিয়ে দেখ, সেখানে দেখবে, আমাদের এই অসাড়তা—এই

পশ্চাত্তবর্ত্তিতা আমাদের ইচ্ছা গত নয়,—অবস্থাগত। এখানে স্বাধীন পরাধীনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

সিগারটা পুনরায় ধরাইল।

কমল। (আপন মনেই।) হ্যাঁ, দূরে থেকে সমস্ত ময়দানটাকে কচি সবুজই দেখায়!

বয় প্রবেশ করিল।

বয়। সাহাব আগই মেম সাব!

নমিতা কথা কহিল না দেখিয়া প্রস্থান করিল।

কমল। হ্যাঁ—বিলেত হোতে কবে ঘুরে এলি? কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কোরতে একেবারে ভুলে গেছি!

নমিতা। প্রায় মাস খানেক—হ্যাঁ—মাসখানেকই হবে—ফেব্রুয়ারীর ফোর্থ-এ।

কমল। তোর মনের অবহাওয়া যেমন—তা'তে আশা করি সেখানে ভালই ছিলি?

নমিতা। হ্যাঁ, তা ছিলাম বোলতে হবে বৈকি। এখানকার পচা দূষিত আব হাওয়া হোতে রেহাই পেয়ে একটু হাঁফছেড়ে খুসিই হোয়েছিলাম। মুক্তির আনন্দ সকলকেই আনন্দ দেয়! এখানে এসেই তো আবার সেই—

কমল। কেন, মিষ্টার মিটারের—

নমিতা। হ্যাঁ, মত আর রীতি দুই বোদ্‌লেছে! বিলেতে গিয়ে তখন হোয়েছিলেন খাঁটি সাহেব, আবার এখানে এসে এখন পিছিয়ে যেতে চান সেই নাইন্‌টিন্থ্‌ সেন্‌চুরীতে। মোহ বসে বিলেতে গিয়ে যে ভুল তিনি নাকি একবার করেছেন, এবার চান তারই প্রায়শ্চিত্ত কোরতে। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) আমার মুখটা এবার তিনি ফ্যাসনেব্‌ল সোসাইটিতে না হাঁসিয়ে কিছুতেই আর স্থির থাকতে পাচ্ছেন না!

কমল। কি সে প্রায়শ্চিত্তের নীতি তা তুই কিছু জান্‌তে পেরেছিস? না সেটা অন্তর বিপ্লব দ্বারা—

নমিতা। না, এতখানি নির্দ্দয়তা তিনি আমার ওপর করেন নি।···তিনি চান পুরোহিত ডাকিয়ে পল্লীগ্রামের মত সাড়ম্বরে পঞ্চগব্য খেয়ে পিতৃ দত্ত দেহটাকে আর এক দফা পবিত্র করে নিতে। স্কাউন্‌ড্রেল!!

ডাঃ-ডে পশ্চাত হইতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নমিতার শেষ কথা শুনিয়া কৃত্রিম খোভে কহিলেন:

ডাঃ-ডে। আমি আসাতে আপনি কি রাগ করেছেন নমিতা দেবী?

নমিতা। (নমিতা তাঁহার পানে চাহিয়া নূতন ভাবে হাঁসিল,) বাঃ! আপনি কখন এলেন? আপনি তো ভারী ইয়ে! আপনার ওপর কেন রাগ কোরতে যাবো। আর আপনি এসে চুপি চুপি ওখানেই বা দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন বলুন তো?

ডাঃ-ডে। দাঁড়িয়ে আর কই ছিলাম। সবে তো ঘরে এসেছিই মোটে আধ ঘণ্টা!

নমিতা। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! একে আপনি চেনেন না বুঝি! ও আমার গ্রাম্য-সাথী, পাঠশালার সঙ্গীও বলা চলে। নাম—কমলা দেবী। সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া। (কমলকে) ইনি আমার ভূতপূর্ব্ব ক্লাস মেট—বন্ধু। নাম—ডক্টর ডে। সঙ্গীতের পাগল। মিলবে ভালো।

(কমল নমস্কার বিনিময় করিল)

ডাঃ-ডে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি বড়ই খুসি হলুম।

নমিতা। শুধু পরিচয়েতেই এত খুসি গান তো এখনও শোনেন-ই নি। শুনলে তো—

ডাঃ-ডে। সে সৌভাগ্য—

কমল। আজকে আর হবে না ডাঃ-ডে। আমাকে এ অপরাধের জন্যে ক্ষমা কোরবেন। কারন—

আমার এখন সময় বিশেষ কম। হয় তো এতক্ষণ উনি আমার অপেক্ষায় বাড়ী হোতে কোথাও বেরুতে পাচ্ছেন না! আচ্ছা ভাই নমিতা—আজ আমি আসি।

নমিতা। সে কিরে! চলে যাবি—তার মানে?

কমল। ওই তো বোল্‌লাম—উঁনি অপেক্ষা কচ্ছেন হয় তো আমার জন্যে!

নমিতা। উনি অপেক্ষা কোচ্ছেন বলেই তোকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে চলে যেতে হবে? তোর আর বাইরে কোন কাজ থাকতে পারে না বুঝি?

কমল। কাজ থাক্‌তে পারে না তা নয়—পারে। কিন্তু সাধারনত এ সময়টাই কোন কাজ থাকলেও আমি করিনা। হয় পরে করি, নয় স্বইচ্ছাই সে কাজ ত্যাগ করি। কেন করি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তো পারবো না! আচ্ছা চোল্‌লাম ডাঃ-ডে, নস্কার।

(সে চলিয়া গেল।)

নমিতা। ডক্টর ডে—

ডাঃ-ডে। বলুন!

নমিতা। কতখানি দৈন্য একটা জাতীর মধ্যে এলে এ রকম মেনটালিটী মানুষের হতে পারে! আমরাই আমাদের এ অধঃপতনের জন্যে বোধ

হয় সম্পূর্ণ দায়ী—এর জন্যে হয় তো আর কাকেও দায়ী করা যায় না ডাক্তার ডে।

ডাঃ-ডে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনাই তো আমার সঙ্গে সেদিন হ'য়ে গেল নমিতা দেবী! সেইদিনই তো আপনাকে বলেছি যে, এর জন্যে দায়ী ঠিক আমরা নই—আপনারাও! একজন তার অধিকার যদি আর একজনের হাতে তুলে দেয়-তো সে কি সে সুযোগ নেবে না? এই যে আজ মিষ্টার মিটার আপনার মতকে অবহেলা করে তাঁর মতকেই বজাই রাখবার জন্যে বৈরাগ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন—এটাকি আপনার দোষ নয়? ভেবে দেখুন, আপনি যদি একটু কঠোর হোতেন, তাহলে তিনি এই প্রগতী মুলক সামাজিকতা ত্যাগ করে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ কোরতে সাহস কোরতেন না।

নমিতা। আপনি ঠিকই বোলেছেন ডে। আজ আমাদের এই সেচ্ছাকৃত দুর্ব্বলতা নিয়েই কতকগুলো স্বার্থান্ধ পুরুষ আমাদের উপর যথেচ্ছা উৎপীড়ন চালাচ্ছে! এর প্রতিকার আজ আমাদেরই কোরতে হবে। এর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম সৃষ্টি কোরতে হবে। নইলে আমাদের আর কোন আশা নেই।

ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল। পুনরায় জ্বলিতে দেখা গেল: পাশের ড্রইং রুমে মিষ্টার মিটার বসিয়া একখানি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে হরিনামের ঝুলি দুলিতেছিল, এবং সমস্ত দেহ তিলকাঙ্খিত। পাশের আনলায় স্যুট্, ইত্যাদি ঝুলিতেছিল।

ধর্ম্মদাস। May I com in......ভিতরে আসতে পারি?

মিটার। এসো হে ধর্ম্মদাস—এসো! অতো সৌজন্যতার দরকার নেই।

ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিল। তাহার গায়ে কোজি পর্য্যন্ত হাতাওয়ালা রঙিন বডিজ। পরনে কিন্তু ধুতি থাকিবে। সে সাধারণতঃ একটু কুঁজো, একটু বেশী পাতলা বলে।

মিটার। তোমার গায়ে আবার ওটা কি হে, বডিজ্? এ আবার তোমার কি খেয়াল!

ধর্ম্মদাস। এটা আমার খেয়ালী মস্তিষ্ক প্রসূত নয় স্যর।

মিটার। তবে?

ধর্ম্মদাস। উয়াইফের! সে নারী-প্রগতী সভার সহ-সম্পাদক কিনা। স্ত্রী পুরুষের আজকাল-

অবাধগতি অর্থাৎ ঘরে বাইরে তাদের সমান বখরা, তাই আমার দেহটার ওপরেও যে তাঁর ধর্ম্মতঃ সমান ভাগ আছে এ সেইটারই একটু প্রমাণ। তাঁরই আদেশে করা হোয়েছে।

মিটার। (হাসিয়া) হাঁ, অর্দ্ধাঙ্গীনি যে।

ধর্ম্মদাস। তা ছাড়া এর আরো একটা কারণ—

মিটার। আবার কি কারণ?

ধর্ম্মদাস। কারণ—যাতে অজানিতে কোন মহিলা যেন আমি বিবাহিত নয় ভেবে আমার প্রেমে পড়ে প্রতারিতা না হন। এটা বিবাহিত পুরুষের—ওদের সিমন্তে সিন্দূর বিন্দুর মতই চিহ্ন। (মিটার হাসিলেন) হাতে আপনার ওটা কি বই?

মিটার। শ্রীশ্রীমৎ বাগবৎ। নতুন বেরিয়েছে বাজারে এখানি। সুন্দর এর ভাষ্য। পোড়তে পোড়তে এত তন্ময়তা আসে যে, তখন আর বাহ্য জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না। মনে হয়, এমন একটা অতিন্দ্রিয় স্থানে এসে পৌঁছেছি যেখানে শুধু অমৃতেরই উৎস্ব-শতধারায় নায়েগেরা প্রপাতের মত বয়ে চলেছে। সেখানে সবই চির-নূতন চির-শ্যামল। এ রকম বই এক হিন্দু ধর্ম্মেই সম্ভব হোয়েছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ আজ আমার স্বার্থক বলে বোধ হ'চ্ছে।

ধর্ম্মদাস। তা হ'লে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আপনার মনে পূর্ণতা এনে দিয়েছে বলুন স্যর!

মিটার। সম্পূর্ণ পূর্ণতা এনে দিয়েছে। বিলেতে গিয়ে হ্যাট-কোটের কেতাবজাই রাখতে রাখতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিলো। শুধু ডিনার আর অন্তঃসার শূন্য কেতমাফিক বুলি আওড়ে আওড়ে এমন হোয়ে পড়েছিলাম—যেন কলের মানুষ—

নমিতা প্রবেশ করিল। সে পুরাদস্তুর আধুনিক ভাবে সজ্জিতা।

নমিতা। ওগো!

ধর্ম্মদাস। আঁজ্ঞে?

নমিতা। ইডিয়েট! (কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল) ধর্ম্মদাস তুমি ফের আমার কথার উত্তর দিলে কেন নন্‌সেন্স! সে দিন—

ধর্ম্মদাস। আঁজ্ঞে নিজ গুণে মাফ্‌ করবেন নমিতা দেবী! আমার স্ত্রীর মুখেই আজকাল একমাত্র 'ওগো' ডাক্‌টা শুনে শুনে কানটা এমন অভ্যস্থ হ'য়ে গেছে যে, কোন মহিলার কণ্ঠে ও সম্বোধনটা শুনলেই আজ-কাল আর ভাবতেই পারি না

যে অপর কোন মহিলা ডাকছেন। মনে হয় আমার স্ত্রী বিস্মিতাই ডাকছেন নমিতা দেবী—

নমিতা। নামের আগে মিঁস্ কি মিসেস্ দিতেও শেখনি ফুলিস্! উইথড্র করো তোমার কথা—শিগ্‌গীর বলছি উইথড্র করো! নইলে অপমানের জ্বালায় আমি আত্মহত্যা কোরবো! জানো, আমার ডাকে তুমি সাড়া দেওয়াতে কতখানি অপমানের আঘাত লেগেছে আমাকে!

মিটার। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে "ক্ষমাহি পরমং ধর্ম্ম," মিতা!

নমিতা। তুমি চুপ্ করো নন্‌সেন্স। ধর্ম্মদাস—

ধর্ম্মদাস। কি করে কথা উইথড্র কোরতে হয় তাতো জানিনে মিসেস্ মিটার। ওটা আমার স্ত্রী বিস্মিতা মিসেস্ আজও শেখাননি যে আমাকে!

নমিতা। ওঃ! ফাদার! তুমি তোমার জঘন্য পুরুষ সৃষ্টি ফিরিয়ে নাও!

বয় সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি কার্ড টেবলে রাখিতে গেল, নমিতা কাড খানি হাতে লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল:

নমিতা। চন্দ্রকান্ত কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ। এ-কে?

বয়। হাম্ কো তো মালুম নেই মেম্‌সাব। কেওয়াড়ী

'পর নামাবলী চাদ্দর আউর খড়ম পিঁধ্‌কে খাড়া হ্যায়। হামকো কার্ড দেকরকে বোলা সাবকো—নেহি নেহি বাবাজী কো সাথ মোলাকাৎ মাংতে হেঁ!

মিটার। ওঃ, আচ্ছা তোম যাও! উঁনি ভট্টাচার্য্য।

নমিতা। (বয়কে) বাবাজী কোন হ্যায় উল্লুক! বাবাজী—

বয়। (ভয়ে ভয়ে।) হামকো কিয়া কসুর মেমসাব, সাহাব হামকো বোলা রহা সাব্‌ মৎ কহো। বাবাজী বলনে শিখা দিয়া মেম্‌সাব।

(বয় চলিয়া গেল।)

নমিতা। তুমি শিখিয়েছো। আর কত হেয় লোকের কাছে আমাকে কোরবে? আমার ফ্রেণ্ডস্‌রা যখন এসে বয়ের মুখে ওই নাম শুনবে তখন তারা আমাকে কি ভাব্‌বে বলতো? কি—

মিটার। কি আর ভাববেন। যদি ভাবেনই তখন তুমি বোল্‌বে—মিটার অন্য ধর্ম্মগ্রহণ করেছেন। এতে তো তেমন—

নমিতা। ভেবে ছিলাম তোমার এ সাময়িক উন্মাদনা থেকে তোমাকে মুক্ত কোর্‌তে পারবো। এখন দেখছি সে আশা আমার পক্ষে দুরাশা। যখন বিলেতে গিয়ে তোমাতে আমাতে বড় বড় ইংরাজ নর-নারীদের সঙ্গে বসে উপাসনা

করেছি, তখন ভাবতেই পারিনি যে তোমার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য কোন দিন হবে। কিন্তু আজ দেখছি মস্তভুল সেদিন করেছিলাম। এমন করে যে তুমি আধুনিক সমাজের কাছে আমাকে হেয় কোরবে তা জানতেই পারিনি—স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো।

সে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় চন্দ্রকান্ত সেই পথেই প্রবেশ করিলেন। তিনি যে খাটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তা তাহার বেশ ভূষা দেখিলেই বোঝা যায়।

নমিতা। কে আপনি? এখানে কেন?

মিটার। আসুন—আসুন! উনি পুরোহিত নমিতা।

নমিতা। কে?

ধর্ম্মদাস। উনি হিন্দুদের পাদরী, মিসেস্।

নমিতা। আপনার কি প্রয়োজন এখানে?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞা কর্ত্তা আমায় তাঁর পিতৃ সপিণ্ডনের লাগ্যা আহ্বান করছেন মা লক্ষী—তাই আসছি। (হাসিয়া।) মা লক্ষী আমারে চিন্‌বার পারেন নাই। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, সাবিত্রী সমা পতিভক্তির অধিকারীণী হও।

নমিতা। থাক্, আর বাজে বোক্‌বেন না।

ধর্ম্মদাস। ওঁকে দিয়ে মিষ্টার মিটার তাঁর পতিত পিতৃ সপিণ্ড করণটা শেষ করাবেন মনে করেছেন। অমাবশ্যা তিথিতে কার্য্যটা সমাপন না কোরলে আবার অনর্থক বিলম্ব হোয়ে যাবে।

নমিতা। থাক। বুঝেছি তুমিই ডাকিয়ে এনোছো এই লোকটাকে ?

মিটার। হাঁ, উনিই এ পল্লীর পুরোহিত।—বেশ শুদ্ধাচার পরায়ণ।

ধর্ম্মদাস। এট্‌দি সেমটাইম শিক্ষিতও মিসেস।

নমিতা। (ভট্টাচার্য্যকে) ওঃ! আচ্ছা আপনি বসুন ওখানে! বাবুর্চ্চি বাবুর্চ্চি! এঁকে এক কাপ কফি দিয়ে যাও!

চন্দ্রকান্ত। (আপন মনে।) বিলাতি বৈয়াকরনিক পাচক ঠাকুরকে বুঝি বাবুর্চ্চি কয়। হ্যাঁ, মালক্ষ্মী—ওডা—

নমিতা। কফি খান না! আচ্ছা থাক।

(ডাঃ ডে প্রবেশ করিলেন)

ডাঃ ডে। আপনার আর কত দেরী হবে ?

নমিতা। বেশী নয়—হাফ এন আওয়ার। আচ্ছা, তা হলে এখন কাজের কথা হোক্! বলুন কি কোরতে হবে এখন আমাদের ?

চন্দ্রকান্ত। ফর্দ্দ আনছি। দ্রব্যগুলি খরিদ কইর‍্যা আনবেন। আর পূজারদ্রব্য—নৈবদ্য, কলা পেটো—

নমিতা। কই দেখি ফর্দ্দ!

চন্দ্রকান্ত ফর্দ্দ দিলে হাতে করিয়া পড়িল।

এই মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের দিনে সিদ্দি কেন? এ চোলবে না—এখানে কেটে কফি কিংম্বা সিগার লিখে আনবেন। সিঁন্দূর—এও না—এখানে লিপ্‌ষ্টিক্। আতপ চাল্, কাঁচা কলা, সৈন্ধপ—এ বৈজ্ঞানিক যুগে এ সব কি যাচ্ছেতাই লিখেছেন? ইডিয়েট্! এসব চলবে না—আমি যা বলি তা মনেকরে লিখে আন্‌বেন। আতপ চাল, আর কাঁচ কলার স্থানে—ফাউল পাঁচটি, আর গ্রেট-ইষ্টার্ণের পাঁউরুটি এক ডজন—বড়। গব্যঘৃত বাদদিয়ে বাটার কিংম্বা ভাল হগ মার্‌কেটের গ্রামফেড্ মটন্।—কি বলেন ডাক্তার ডে! হ্যাঁ, আর এক কথা—আপনার কাজের প্রসংশা পত্র আছে?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না মা-লক্ষ্মী। এ কাজের জন্মি তো কেও প্রসংশা পত্র দেয় না।

নমিতা। হোপ্‌লেস্! বিনা প্রসংশা পত্রে তো আপনার

একার ফর্দ্দ মনোনীত কোরতে পারিনে। আমরা পেপারে এ্যানাউন্স কোরে টেণ্ডার্ কল্ কোরবো। যাঁরা সুবিধে দরে কনট্র্যাক্ট নিয়ে একাজ কোরবে, তাঁদেরই ফর্দ্দ গ্রাহ্য হবে। এতদিন লোক্‌কে বোকা পেয়ে যে একচেটে ব্যবসা কোরে এসেছেন—তাতো আজ কাল আর চোলবে না। তবে আপনি কিছু কম রেট্ দিলে আপনার সম্বন্ধে কন্সিডার কোরবো। আচ্ছা নমস্কার—আপনি এখন আসুন!

চন্দ্রকান্ত। দুর্গা—দুর্গা! এ্যাক্‌কেয়ারে ম্লাচ্ছো—ম্যাম সাহেবের মাতামহ দেখতিয়াছি। ছ্যাশড়া গুল্লাই গ্যালো—দুর্গা—দুর্গা!

তিনি লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

নমিতা। তোমার সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট্ কথা ছিলো—শোনবার মত অবসর হবে এখন?

মিটার। ধর্ম্মদাসের সামনে কি বলা চোলবে না?

নমিতা। (স্থির নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল) না!

রাগে জ্বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

ঘরখানি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

ধৰ্ম্মদাস। বসুন ডক্টর ডে !

ডাঃ-ডে। না আর বোসবো না। বাইরে একটু কাজও আছে—তা ছাড়া—

কি এক রকম হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মিটার। ধৰ্ম্মদাস, শরীরটা আজকে বিশেষ ভাল নেই··· মন-টাও যেন কিছুরি একটা আশঙ্কা কচ্ছে !

ধৰ্ম্মদাস। না থাক্‌বারই কথা স্যার।

মিটার। কেন, আজ-কাল কি কোলকাতায় খুব এপিডেমিক্ সরু হোয়েছে ?

ধৰ্ম্মদাস। আঁজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যাধিক। এতো বেশী যে, সুস্থ মন-প্রাণ নিয়ে নিরাপদে পথ চলা হয়ে উঠেছে খুব সুকঠিন—একটা ক্রাইসিস্ ! ছ' পা ফুটপাথে দিয়েছেন কি—

মিটার। কেন···করপুরেসন আজ কাল কি নাকে মাষ্টার্ড অয়িল পেণ্ট করে ঘুমোয় ?

ধৰ্ম্মদাস। আঁজ্ঞে না—মোটেই তাঁদের চোখে ঘুম নেই—ঘুমের দুর্ভিক্ষে তাঁরা প্রপীড়িত উন্মাদ গ্রস্ত। এপিডেমিকের উৎপাতে কোলকা তা এ্যাসাইলেমে পরিণনত হতে চলেছে।

মিটার। কেন, কোন বিষেশজ্ঞ—

ধৰ্ম্মদাস। আঁজ্ঞে বিশেষজ্ঞরা পর্য্যন্ত এর প্রতাপে দিশাহারা না হ'য়ে পাচ্ছেন না।

মিটার। এপিডেমিকটা কিসের তা কিছুটের পাওয়া গেছে ? না—

ধর্ম্মদাস। নিশ্চয় ! নারী-জাগরণ। আজ-কাল পথে-ঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, পার্কে, পোড়ো বাড়ীতে, গাছতলাই, প্রেসে,এমন কি আমবাগানে পর্য্যন্ত লভ্ আর নারী-জাগরণের এত উৎকট প্রাদুর্ভাব যে, কোন প্রাণবন্ত জন্তুর পর্য্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে পথ চলবার উপাই নেই। প্রবল বন্যার মত হু হু করে এ এপিডেমিক্ সৃষ্টি করেই চলেছে। নইলে দেখুন না—অফিস্ ফেরত বাসায় না গিয়ে এসে পড়েছি সোজা এখানে—কেন ? না এখন বাসায় যাওয়া মানে একটা ক্রাইসিসের সম্মুখীন হওয়া।

মিটার। কেন ? বাসায় কি—

ধর্ম্মদাস। কর্ম্মক্লিষ্ট শরীর মন নিয়ে যেই বাসার দোরে মাথাগলাবো, ওমনি বিস্মিতা এসে গ্যাঁচ করে নাকের ওপর একটুকরো কাগজ ধরে দিয়ে বোলবে—"নারী সমিতিতে চোল্লাম—নারী মুক্তি সভার পঞ্চম অধিবেশনে এই রেজলিউ-সনটা পুট কোরতেই হবে আমাকে"! যেন—

দামিনী ঝি প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে একটি জলন্ত সিগার অপর হাতে একগাছি ঝাঁটা।

দামিনী। কেন, নারী-জাগরণ কি আপনার কাছে উৎকট বলে মনে লিচ্ছে ? না অন্যায়—

ধর্ম্মদাস। (জিব কাটিয়া) না না না—মোটেই না। এমন অন্যায় মনে লিতে যাবো কেন দামিনী ! নারী সাক্ষাৎ শক্তি রূপীনি। তাঁদের শক্তিতেই তো এই সৌরজগৎ পয়দা হোয়েছে মিস্—

"না জাগিলে আজ ভারত ললনা
বাড়ে না বেকার—পুরুষ ক্ষ্যাপে না।"

ডাঃ-ডে পুনরায় ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।

ডাঃ-ডে। মিসেস্ মিটার—আবার আমাকে ঘুরে আস্তে হোলো—ওঃ সরি……তিনি এ ঘরেও নেই ! (যাইতে উদ্যত হইলেন।)

দামিনী। যাবেন না ডাক্তার দে—যাবেন না ! শুভ-মুহূর্ত্ত।

করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইল।

ডাঃ-ডে। গুড্ টাইম। (তিনি দ্বিধাভরে হাত বাড়াই-লেন না।)

দামিনী। কি, আমাকে অপমান কোর্‌লেন আপনি মিষ্টার দে ? কেন—কেন এ অপমান আমাকে ? জানেন আমি এ বাড়ীর ঝি—সম্মানে আয়া

বলে পরিচিত। প্রগতী যুগের নারী আমি—সব ক্ষেত্রে আমার সমান মর্য্যাদা! আপনি না সেদিন গিন্নীমা—না না মেমসাহেবার কাছে বোলছিলেন আপনি এযুগের উপাসক? উঃ! কালই এ তীব্র অপমানের কঠোর প্রতিশোধ নেবো। আপনার এই নীতিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কালই কঠিন প্রস্তাব উত্থাপন কোরবো ঝি-এ্যাসোসিয়েশনে। উঃ! আমাকে অপমান করা মানে সমগ্র—

আর সে বলিতে পারিল না, রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, একপ্রকার কাঁদিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিটার। ধর্ম্মদাস—

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে একটু দাঁড়ান স্যার—একটু! ডাক্তার দে, আপনার করমর্দ্দনে উপেক্ষা দেখানটা মোটেই উচিত হ'ল না, বরং দস্তুর মত অন্যায় কাজ করা হোলো! সে ঝি হোলেও সংশোধিত নাম তার আয়া—এ যুগের আলোক প্রাপ্তা নারী সে। জানেন অপমানের উগ্রতায় সে যে প্রতিজ্ঞা আজ কোরলো—তা অতিভীষণ একালে। (মিটার চলিয়া গেলেন।) পূর্ব্বে তাঁরা পুরুষকে ষোল-কলা দেখিয়ে দিতো

কঠোর শাস্তি—আর আজ-কাল শাস্তি হয়েছে ওই একটা অস্ত্র—যা জার্ম্মানীর বোমা-বারুদের চেয়ে জোরে ফাটে—ওই রেজলিউস্যান—প্রস্তাব—

মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল। পুনরায় জ্বলিলে দেখা গেল, কমলের সাদাসিধে সাজান ছিম্‌ছাম কক্ষ। কক্ষে কমল বসিয়া এক মনে অর্‌গ্যানে গান গাহিতেছিল।

গান।

(যেথায়) চলার পথে হারিয়ে গেছে—
সকল পথ রেখা,
আঁখির 'পরে জাগে শুধু,
ঘন-মসী-রেখা।
কা'রকাছে গো দেখায়ে নেবো
পথ চলার এই ছন্দ,
কে দেবে গো ঘুঁচায়ে আমার,
এই মনেরই দ্বন্দ।
যাহার মায়ায় আকুল হ'য়ে
যেথায় আমি ছুটতে চায়
সেথায় আছে কি নাই সোণার কমল
জানাবে কে ইসারাই।
ঘুঁচায়ে আমার এ মনের ভুল
ওগো ফুটিবে নাকি হীরের ফুল,
(আর) ফুটিবে নাকি আমার চোখে
পুর্ণ আলোর রেখা!

গান শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রবেশ করিলেন দুর্গানন্দ। তাঁহাকে দেখিলেই বোঝা যায় তিনি প্রাচীন পন্থী।

দুর্গানন্দ। কমল...মা!

কমল। কে...বাবা? আপনি কখন এলেন? (গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল) ভাল আছেন?

দুর্গানন্দ। হ্যাঁ মা, ভাল আছি! কিন্তু—তুমি কলেজে প'ড়ে বি, এ, পাশ করেছিলে না?

কমল। হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন! কিন্তু একথা হঠাৎ কেন জিগ্‌গ্যেস কচ্ছেন বাবা?

দুর্গানন্দ। মাথা নুইয়ে আঁচল গলায় দিয়ে সে-কালের মত প্রণাম কোরতে দেখে।

কমল। কেন?

দুর্গানন্দ। তোমার সঙ্গে আজ-কালকার টাট্‌কা শিক্ষিতা নারীর অনেক খানি তফাত আছে দেখছি—তুমি হেসো না মা! কিছু লক্ষ্য কোরলাম তোমার ভেতর বোলেই বলছি।

কমল। কি লক্ষ্য কোরলেন আবার এর মধ্যে?

দুর্গানন্দ। লক্ষ্য কোরলাম যা, তা বোধ হয় আমার ভুল হয় নি কমল। তুমি শিক্ষা পেয়ে হোয়েছো শান্ত—স্থির, আর ওরা হোয়েছে চঞ্চল—এক

নিষ্ঠতা বর্জ্জিত। তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখলে একটুও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, শিক্ষার যে সত্য বস্তু সেইটাই তুমি প্রকৃত অর্জ্জন করেছো। আর অন্য মেয়েদের স্ফীত-চঞ্চল—সমস্ত কমনীয়তা বর্জ্জিত মুখের পানে চেয়ে দেখলে—ভয় হয়, মনে হয় শিক্ষার সত্য বস্তটাকে ওরা মোটেই স্পর্শ কোরতে পারে নি—বরং শিক্ষার ডার্ক সাইড্‌টাই প'ড়ে অন্ধের মত হাবুডুবু খাচ্ছে—তার বিকৃত রূপটাকে তারা সত্য বস্ত বলে আঁকড়ে ধরে। তাদের মুখের পানে চাইলে একটা বিভীষিকার উগ্রছবি চোখের ওপর জেগেউঠে অন্তরটাকে ভয়ে আতঙ্কিত—শঙ্কুচিত করে তোলে। অথচ ওরাই হচ্ছে জাতীর ভবিষ্যৎ জীবনাকাশের ধ্রুবতারা—মেরুদণ্ড।

কমল: ওদের মতের সঙ্গে আমার নীতির আদোও মেলে না বাবা! ওরা চাই উচ্চ শিক্ষা, নারীর প্রবল অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও কঠোর ব্যক্তিত্ব বোধ। আমি মনে করি নারীর এই ব্যক্তিত্ব বোধ থাক্, কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব যেন নারীর মর্য্যাদার হানী না করে। যে শিক্ষা মানুষকে দিবে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ জীবন যাপনের প্রেরণা

ও শিষ্টাচার, সেই শিক্ষাই হবে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"—জানেন তো! বি, এ, পাশ করে গ্রাজুয়েট হয়েছি বলেই যে, আমাকে আমার নারীত্বের সমস্ত অমূল্যরত্ন নিষ্ঠুর ভাবে পা-য়ে দোলে পাশ্চাত্যের কু আচার-ব্যবহার গুলোকে আয়ত্ব কোরতে হবে তার কোন যুক্তিও নেই, সত্যও নয়।

দুর্গানন্দ। পাশ্চাত্যের চোখ ঝল্‌সান ওই রীতি-নীতি গুলোই তো আমাদের সমস্ত দিক হোতে—

কমল। না বাবা; এই খানটায় আপনার সঙ্গে আমার ঠিখ বোধ হয় মেলেনা। পাশ্চাত্যের সমস্তটাই যে কু—তা আমি স্বীকার করিনে। তাদের জাতীয়তা বোধ, তাদের ব্যবহারীক নীতি, তাদের মনের প্রসারতা—অসাধারন মনের বল এ গুলো সত্যিই আমাদের লোভনীয়। এ গুলো তাদের সমস্ত দেশ হোতে সুন্দর, যা মানুষকে মানুষ ভাবতে শেখায়। এগুলোর সত্যরূপ আমরা সাধারনতঃ দেখতে পাইনা বলেই, সে গুলোর অনুকরণ আমাদের জাতীয় চরিত্রে বৈক্রিত্ব এনে দেয়; আমাদের মাঝে এসে পড়ে সমস্ত কু-আচার। সকল জিনি-সেরই ভাল মন্দ দু'টো দিক আছে, যেমন

আছে দরিদ্রতার। দরিদ্রতার বাইরের রূপ দেখে আমারা আঁত্‌কে উঠি—বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু সেই দরিদ্রতার রূপ আমরা যদি অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখি তবে দেখতে পাবো, দরিদ্রতা মানুষের জীবন পূর্ণ করে—মানুষকে ভাল বাসতে শেখায়।

দুর্গানন্দ। কমল-মা! তুই প্রকৃত শিক্ষিতা নারী। তোর মনের এই সামান্য কথার মাঝে যে পরিচয় পেলুম, তাতে সত্যিই আজ আমার স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মেয়ে দেরও শিক্ষার দরকার আছে কিন্তু, সে শিক্ষা তোরই মত শিক্ষা। আজ দেখছি তোরই মাঝে বাঙ্গলার প্রকৃত নারী মূর্ত্তি। আমাদের এই যুগ-সংগ্রামে তোর মত মেয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। তোর মত করে যারা ভাবে, তারাই পারবে প্রকৃত দেশকে ভাল বাসতে— ফিরিয়ে আনতে।

কমল। ঐ যাঃ! কথায় কথায় মস্তভুল করে বসেছি! আপনি বসুন বাবা! আমি আপনার একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করি। আপনাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বো না—

দুর্গানন্দ। না না—তা ছাড়তেও হবে না। কিন্তু তার আগে আমার সান্ধ্যাহ্নিক—

কমল। সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আমার ঠাকুর ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। আপনি সেই খানেই আপনার সান্ধ্যাহ্নিক নিশ্চিন্তে বসে কোরবেন কোন অসুবিধা হবে না।

দুর্গানন্দ। পূজা-আশ্রায়েও তোমার আস্থা আছে দেখছি!

কমল। হ্যাঁ বাবা, আছে। কেন থাকবে না?

দুর্গানন্দ। আজ-কাল ওগুলো কুসংস্কার বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে কমল! ওতে আস্থা স্থাপন নাকি আর এ বিজ্ঞানের যুগে করা চলে না। সমস্ত পুরাতন নীতি ভেঙ্গে-চুরে নূতন ভাবে যুগ-মাফিক করে গোড়তে হবে—এই আজ-কালকার এ্যারিষ্ট ক্র্যাসী—বা যুগ-ধর্ম্ম।

কমল! এ মতের যে সবখানিই মিথ্যে তাও নয় বাবা! যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বদলানও দরকার, নইলে চলে না। এই ধরুন—ধর্ম্মের নামে আমাদের মাঝে কতকগুলো যে উৎকটতার সৃষ্টি হয়েছে—ধর্ম্মের দোহায় দিয়ে যে কতকগুলো দুর্ণিতি আমাদের মাঝে প্রশ্রয় পেয়ে আসছে, সে গুলোর নিশ্চিত পরিবর্ত্তন দরকার, নয়কি? তাই বলে দেবাবিগ্রহ উপাসনায় নয়। বিগ্রহ উপাসনায় মনে সুচিতা এনে দেয়—মনকে শান্ত- স্তব্ধ

অচঞ্চল করে মনে এনে দেয় দৃঢ়তা ও বিশ্বাস। সব কিছুরই উপর হতে একটা শান্তি পাবার পথ করে দেয়.। এ গুলোর পরিবর্ত্তন আমি চাইনে বাবা। আর কথা নয়—আসুন—

উভয়ে চলিয়া গেলেন। মঞ্চের আলো নিভিল এবং ফুটিয়া উঠিলে দেখা গেল একটি হল ঘর। ঘরটিকে পুরাদস্তুর আধুনিক রুচি মাফিক ভাবে সাজান হইয়াছে। সেই ঘরে দামী শোফা গুলির উপর নমিতার-নিমন্ত্রিত বন্ধু ও বান্ধবীগন উগ্র আধুনিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিলেন।

বঙ্কিম। সত্যিই নমিতা দেবী, আপনার উদারতা—আপনার মনের গভীর প্রসারতা ও অনাবিল ব্যবহার—আজ আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছে! আপনার :মত একজন নারীকে আমাদের এই বাঙ্গলার স্থবির পঙ্গু সমাজ পেয়ে আজ কৃতার্থ হোয়েছে—এমন নইলে নারী!

নমিতা। (খুসিভরে গলিয়া) কেন—কি এমন জিনিষ আজ আপনারা আমার মাঝে দেখলেন যে,

আমার সুখ্যাতিতে পঞ্চ-মুখ হোয়ে উঠেছেন! এ সবই আপনাদের কল্পনা—বাড়াবাড়ি! আমাকে আপনারা সকলে গভীর ভালবাসেন তাই এসব কথা বোলছেন বঙ্কুবাবু!

অজয়। না না—মোটেই তা নয়! আপনাকে ভালবাসার দরুন ফ্ল্যাটারী এ আমাদের নয়! এ হচ্ছে অতি সত্য—অতি খাঁটি কথা—

রহমান খাঁ। আমাদের সকলের মনের একটি নিগূঢ়তম কথা। ভাল আমরা আপনাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাসি সত্য—কিন্তু তবু এ আমাদের ভালবাসার কথা নয়। বঙ্কুবাবু যা বোল্‌লেন তা হচ্ছে—কি বোলবো মানে—খোদার দুর্লভ দান—একটা ফুটন্ত বসরায় গুলাব আপনি!

বিস্মিতা। নিশ্চয়! আমাদের বাঙ্গলা দেশের "নারী-প্রগতী ও মুক্তি" সঙ্ঘের যে একনিষ্ঠ সম্পাদিকা উনি। অতো নির্ব্বাচন প্রার্থিনীদের মধ্যে হ'তে উনি কেন নির্ব্বাচিত হলেন সেটা একবার ভেবে দেখুন—মৌলবী রহমান সাহেব! চুয়াইশ কার একবার দেখতে হবে!

নমিতা। সত্যিই—এটা অবশ্য আমার গৌরবের কথা—এ আমি অস্বীকার করিনে। তবে আপনারা যত বড় আমাকে ভাবছেন ততটা নই!

বঙ্কিম। যাঁরা বড়, তাঁরা কি কখন নিজেকে বড় বা গুনী ব্যক্তি বলে নিজে স্বীকার করেন? না, তা করেন না। এই যে সমস্ত পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তি—বাইরন, কীটস্, দাস্তে, মিলটন, সেক্‌স্‌পীয়র, বার্ণাড্‌শ,' হিরোডোটাস,প্যান্থিয়ান, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূধন মায় শরৎ—বঙ্কিম, এঁরা কি কখন নিজেকে কোন দিন বড় ভেবেছিলেন —না ভেবেছেন, না ভাবেন কোন দিন— বলুন? না ভাবেন না। বড় বা মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্বতো সেইখানে—

নমিতা। নাঃ, আপনারা দেখছি ক্রমশঃই বাড়িয়ে তুলছেন! দেখবেন যেন শেষে মই কেড়ে নিবেন না!

অজয়। (অভিমান ভরে) না না—আপনি এসব যাতা কি ভাবছেন আমাদের সম্মন্ধে বলুন তো?

রহমান খাঁ। এ আপনার ভারী অন্যায়। এ যদি আপনি আমাদের সম্মন্ধে কোন দিনও ভেবে থাকেন— তা হলে সত্যি আমাদের আর দুঃখ রাখবার জাইগা থাকেবে না নমিতা দেবী!

নমিতা। রাগ কোরলেন খাঁ সাহেব? ছিঃ ছিঃ—আমি অতটা ভবীষ্যৎ ভেবে কথাটা বলিনি—একথা তে যে আপনারা সকলে অফেন্‌ণ্ডেড্ হবেন

তা ভাবতেই পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন মৌলবী সাহেব, ক্ষমা করুন বঙ্কুবাবু, অজয় বাবু ও আর আর সকলে। (কৃত্রিম গভীর লজ্জিত ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিতে লাগিল।)

নমিতা। আপনারা সকলে আজ আমার গেষ্ট—আমার মাননীয় অতিথি। আপনারা কোন বিষয়ে দুঃখ পেলে সত্যি আমার অন্তর গভীর কালো দাগে ভরে উঠবে—আমার সমস্ত আয়োজন—সমস্ত আনন্দ তিক্ততায় পুরে উঠবে!

বিস্মিতা। না না ওঁরা রাগ কোরবেন কেন আপনার ওপর। এই একটা অতি তুচ্ছ কথায় কখন কেও আপনার মত সুন্দরী, আপনার মত শিক্ষিতা—গুণী মেয়ের ওপর রাগ কোরতে পারেন!

নমিতা। হয় তো পারেন না সত্যি। কিন্তু তবু আমি ওঁদের সকলের মুখের থেকে শুনতে চায় যে, আমার ওপর কেউ রাগ করেন নি—আমাকে ক্ষমা করেছেন! বলুন আপনারা!

সকলে। রাগ আপনার ওপর আমরা কেউই কোরতে পারিনে।

রহমান খাঁ। বড় জোর অভিমান কোরতে পারি।

নমিতা। I am so glad! সত্যি আপনারা আমাকে

খুবই স্নেহ করেন—আমি ধন্য—নিজকে এ জন্যে আমি গৌরবান্বিত মনে করি। আচ্ছা, তা হলে আমি এখন আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা কোরতে পারি ?

বিস্মিতা। তাই তো, এখনও ডক্টর-ডে এলেন না যে! তাঁর এতো দেরী হওয়ার কারণ তো কিছু অনুমান কোর্তে পাচ্ছিনে।

নমিতা। সত্যি—এত দেরী হওয়ার তাঁর মানে কি ? সকলের আগে তাঁরই এসে সমস্ত দিক ম্যানেজ করবার কথা—অথচ তিনিই—নাঃ, তাঁর এরকম ব্যবহার ভারী অন্যায়। তিনিই আমার একাজের—

অজয়। কমলা দেবী আসবেন না মিসেস নমিট ?

বিস্মিতা। তাকে ইন্‌ভাইট কার্ড দেওয়া হয়েছে তো ?

নমিতা। নিশ্চয়! আমি নিজে হাতে তাকে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে সে যে রকম মেয়ে তাতে নাও আস্‌তে পারে! হয় তো একটা লেম্ এক্সকিউজ দেখিয়ে ন্যাকামো কোরে বোলবে—"নমিতা ভাই, তোর প্রীতি উৎসব মেলায় বিশেষ কাজের জন্যে যোগ দিতে পারলাম না।"

বঙ্কিম। ধরে নিন সে আসবে না।

বিস্মিতা। ওটা বি, এ, পাশই মাত্র করেছে—ওর শরীরের

সনাতন আঁতুরে গন্ধ এখনও যাইনি। একটা ননসেন্স !

সহসা ডক্টর ডে কেতা দুরস্তভাবে পাইপ্ টানিতে টানিতে প্রবেশ করিলে সকলে উঠিয়া উল্লসিত ভাবে করমর্দ্দন করিলেন।

বঙ্কিম। এই যে ডক্টর—আপনার এতো দেরী ?

রহমানখাঁ। আসুন—আসুন !

বিস্মিতা। ডক্টর ডে হয় তো কোন বিশেষ জরুরী কাজে আটকে গেছিলেন—না ?

ডাঃ-ডে। (দুঃখিতভাবে) I am sory ! আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছি।

নমিতা। না—ক্ষমা ভিক্ষা কোরলেই যে সব সময় তা পাওয়া যায়, তার কোন মানে নেই। তা হলে ক্ষমার কোন মর্য্যাদাই থাকে না।

ডাঃ-ডে। না না—আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না নমিতা দেবী—ভুল বুঝবেন না ! আর যে যাই বুঝুন—অনতত: আপনি আমাকে ভুল বুঝলে আমি হৃদয়ে বড্ড বেশী ব্যথা পাবো।

নমিতা। আপনাকে ভুল না বুঝে কি আর কোরতে পারি বলুন ! সেদিন আপনাতে আমাতে বসে এই

সমস্ত প্ল্যান-এ্যারেঞ্জ করা হলো, আপনি সমস্ত কোরতে রাজি হলেন, সমস্ত ভার আমি আপনার কথার উপর নির্ভর করে ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লাম—আর আজ আপনিই কিনা এলেন এত দেরী করে। আমার কাজ আগে হলো না—আগে হোলো অন্যের কাজ? তাই হয়!

ডাঃ-ডে। বড্ড জরুরী কাজে আটকে গেছিলাম—ডারলিং! নইলে আপনার কাজে অবহেলা দেখাবার স্পর্দ্ধা হয় তো আমার হোতো না। আমাকে মাফ্ করুন! বরং আমাকে আদেশ দিন কি এখন কোরতে হবে আমাকে।

অজয়। হ্যাঁ, এখন কাজের কথা হোক্। যা হবার তা হ'য়ে গেছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—কি বলেন?

সকলে। নিশ্চয়।

নমিতা। তা হলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আমি এখন চা-য়ের অর্ডার কোর্‌তে পারি?

রহমান খাঁ। নিশ্চই!

ডাঃ-ডে। বাড়ীর কর্ত্তা কই—তিনি এলেন না?

নমিতা। ওঁর নাম আমার কাছে কোরবেন না এখন ডক্টর! বন্ধু বান্ধবীদের কাছে আমার

মুখটা আর হাঁসাবেন না—আমার বিনীত অনুরোধ।

বঙ্কিম। (আগ্রহভরে) কেন— তাঁর সঙ্গে আবার আপনার কি হলো ?

নমিতা। (দুঃখিত ভাবে) যা মানুষের মাঝে মানুষের কোনদিন হয় না—স্বামী- স্ত্রীর মাঝে কোন দিন কেও কল্পনাও কোরতে পারে না, তাই। তিনি এখন আমার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্কছিন্ন কোরতে চান—স্বইচ্ছায়।

অজয়। স্বইচ্ছায় !

নমিতা। তা নয় তো কি ? বর্ত্তমান প্রগতীপন্থী সমাজের মাঝে এতদিন বাসকরেও যে এ যুগের নীতিকে অবমাননা কোরতে পারে—তার সঙ্গে আমার কোদিন মতের মিল হবে না—হতে পারে না অজয় বাবু !

রহমান খাঁ। তিনি বুঝি—

নমিতা। হ্যাঁ, সেই সে-কেলে পুরাতন আদর্শের মাঝে গিয়েছেন পিছিয়ে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে দিক্ষিত হয়েছেন।

বিস্মিতা। সেম্ সেম্ !

নমিতা। তাঁর সঙ্গে এখন আমার সম্পর্কটাও স্বীকার কোরতে লজ্জা বোধ হয়—ঘৃণা হয় ! শুধু আমাকে

অপমান কোরেই ক্ষ্যান্ত হন নি—আমাদের প্রতিষ্ঠিত নারী সঙ্ঘকেও বিদ্রুপ করেছেন—সঙ্ঘকে একটা বিশ্রীবস্তুর সঙ্গে তুলনা কোরতেও দ্বিধা বোধ করেন নি—এত বড় কাওয়ার্ড!

বিস্মিতা। আমরা আর এ অপমান—এ লাঞ্ছনা কিছুতেই সহ্য কোরবোনা! নিজে হাতেই এর প্রতি বিধান করে আমাদের অবমাননাকারীর সমুচিত শাস্তি দেবো। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এই "নারী প্রগ্রতী ও মুক্তি সঙ্ঘ।" এই সঙ্ঘের পায়ের তলে একদিন ওই অত্যাচারী জাতীকে এসে স্বীকার কোরতেই হবে—মেনে নিতেই হবে—আমরা সবাই সমান—নারী-পুরুষের অধিকার সমান!

রহমান খাঁ। কিন্তু আমরা তো আপনাদের এখন থেকেই—আমাদের তো কোন দোষ নেই মিসেস্!

বিস্মিতা। না: আমি বোল্‌তে চাইনে যে, বিষের সবটাই বিষ—এমন সময় আসে যে, বিষই তখন হয় অমৃত—সেই তখন মৃতকে প্রাণ দান করে!

দামিনী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া কহিল।

দামিনী। সমস্তই তো হয়ে গেছে—কম্রেড্!

অজয়। হোয়ে গেছে?

দামিনী। হ্যাঁ, (নমিতাকে।) এঁদের তা হলে ওখানে—

সকলে। না না—ওখানে কেন? ওখানের চেয়ে এখানেই বেটার! কি বলেন?

নমিতা। বেশ, তা হলে এখানেই। আপনাদের যখন কোন অসুবিধা হবে না মনে করেন—সবাই যখন এক মত তখন এখানেই। এখানেই নিয়ে এসো দামিনী?

দামিনী। আচ্ছা (চলিয়া গেল)

রহমান খাঁ। আমরা তো শুধু খেতেই আসিনি এখানে, এসেছি—

নমিতা। (চাপা হাঁসিয়া) আবার কি কাজে এসেছেন?

রহমান খাঁ। বাঃ! আপনি তো ভারি আশ্চর্য্য কোরলেন দেখছি আমাদের! শুধু খেতেই এখানে এসেছি তাই ভাবেন নাকি?

নমিতা। না না—তা কেন ভাববো! কি আর চান বলুন?

রহমান খাঁ। আমরা চাই আপনার আর্ট দেখতে—বহুদিন যা দেখিনি।—আপনার—নৃত্য—

সকলে। ব্রাভো—ব্রেভো রহমান সাহেব—ব্রেভো!

বঙ্কিম। মৌলবী সাহেবের টেষ্ট আছে বোলতে হবে।... বাঃ! নমিতা দেবীর নাচের মধ্যে চোলবে আমাদের লাঞ্চ! নাচের অনিন্দ ভঙ্গিমায়—সুরের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আমরা মোহিত হয়ে যাবো। আমাদের আজকের এ-পার্টি আপনার

নৃত্য ঝঙ্কারে ভেসে যাবে কোন সুদূরে—আমরা হোয়ে পোড়বো দিশে হারা!—তবেই হবে আমাদের এ পার্টির সার্থকতা—কি বলেন ডক্টর ডে!

ডাঃ-ডে! নিশ্চয়!

নমিতা। (খুসিভরে) ডান্স? কিন্তু এখন কি—

সকলে। কোন কথা আপনার আমরা শুনতে চাইনে—কোন ওজর আপনার টিকবে না।

নমিতা। (কৃত্রিম অনিচ্ছাভরে :) আচ্ছা, আপনারা যখন বোল্‌ছেন—তখন আমি নাচ্‌তে বাধ্য! অতিথির আনন্দ দান করা অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু হুল্লা ডান্স এখন সম্ভব হবে না আমার পক্ষে—

রহমানখাঁ। যা সম্ভব তাই হোক

একটু পরে নমিতা নিজেকে ঠিক্ করিয়া লইয়া ওরিয়েনট্যাল নাচ সরু করিল, নাচের সঙ্গে দু' এককলি-গানও বাহির হইল। দামিনী নাচের ফাঁকে ফাঁকে চা, ফাউল ইত্যাদি পরিবেশন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবীগণ নমিতার নাচের

তারিফ করিতে লাগিলেন।
নাচের মাঝখানে রহমান—আর
থাকিতে না পারিয়া উল্ল-
সিত ভরে-নমিতার পাশে গিয়া
নাচের ভঙ্গী সুরু করিলেন।

গান।

যদি বাদল মেঘের আগল ভেঙ্গে
না দিলে বারি,
তবে মেঘের মায়া রচ কেন
ওগো ভুরভিসারী ?
গোলাপে যদি খোসবু দিলে
কেন দিলে না দক্ষিণ হাওয়া,
পরানে যদি তিয়াসা দিলে
কেন দিলে পথ চাওয়া ?

গান ও নাচের মাঝে মিটার এমন
সময় প্রবেশ করিলেন যে,
নমিতা তখন নাচের কায়দাই
রহমানের দুই বাহুর উপর
পড়িয়া—আর রহমান
অনিমেষ ভাবে মুগ্ধবং
নমিতাকে ধরিয়া তার মুখের
পানে চাহিয়া ছিলেন।

মিটার। নমিতা—আমি ভেবে দেখলাম—ওঃ সরি—

তিনি অপ্রস্তুতভাবে চলিয়া গেলেন
নমিতা রাগভরে উঠিয়া কহিল।

নমিতা। ইডিয়েট্!

মঞ্চের আলো দপ্ করিয়া নিভিয়া
গেল, পরে অতি ধীরে ধীরে
আলো ফুটিয়া উঠিল। যেন
ভোর হইল। সেই আলোতে
দেখা গেল, ধর্ম্মদাসের বাসা-
বাড়ীর বিস্মিতার কক্ষে খাটের
উপর বিস্মিতা নিদ্রিতা।
বিস্মিতার বয়স যত না হইয়াছে,
তাহার অনুপাতে দেহ স্থূলত্বে
চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিস্মি-
তার শয্যাপার্শ্বে ধর্ম্মদাস চা-য়ের
কাপ হাতে দাঁড়াইয়াছিল। তার
দেহ অনাবৃত।

ধর্ম্মদাস। মিসেস বিস্মিতা দেবী, ওগো—ও শুনছো! উঠুন,
চা যে ঠাণ্ডা মেরে গেল!

বিস্মিতা। উঁ···কি?

ধর্ম্মদাস। চা।

বিস্মিতা। (কোন প্রকারে উঠিয়া,) বেড্‌টি হোতে এতো

দেরী হচ্ছে কেন আজ কাল? ঘুম ভাঙ্গছে না নাকি?

(চায়ের কাপ মুখে তুলিতেই ফোন বাজিল। বিস্মিতা উঠিয়া ফোন ধরিল।)

বিস্মিতা। কে...ওঃ! সরি...না না ভুলবো কেন?..তাই কি ভুলতে পারি।...হ্যাঁ ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে। ·না না ভুলিনি।

ধর্ম্মদাস। আশ্চর্য্য! কি ভুলবে ·কাকে ভুলবে?

বিস্মিতা। আঃ। থামোনা একটু! হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা.. নিশ্চই যাবো এই এক্ষুনি যাচ্ছি··না না মুহূর্ত্ত দেরী হবে না। আচ্ছা ··নমস্কার।

(রিসিভার রাখিল।)

আমার তো আর মুহূর্ত্ত দেরী করবার উপায় নেই।

ধর্ম্মদাস। কেন?

বিস্মিতা। (একচুমুকে কাপ খালি করিল।) দেখ যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক বা প্রশ্ন তুলতে এসো না! দেখছো আমাকে কল দিয়েছে...যেতে হচ্ছে সেখানে, তবুও—

ধর্ম্মদাস। যেতে হচ্ছে, কিন্তু কোথায়? ডাক্তার ডের কাছে নাকি?

বিস্মিতা। না। উমেশ খাস্তগীর আমার জন্যে ট্যাঙ্গরা পট্টিতে মোটর নিয়ে অপেক্ষা কোচ্ছেন। আমাকে এক্ষুনি রওনা হোতেই হবে।

ধর্ম্মদাস। দেখ বিস্মিতা! একটা কথা বোলবো, অনততঃ আমি তোমার বিবাহিত পুরুষ এই দাবী নিয়ে, রাখবে?

বিস্মিতা। কি কথা?

ধর্ম্মদাস। এমনিভাবে রাস্তা ঘাটে যখন তখন ধিঙ্গির মত বেড়ান টা কোথা যেতে কি হয়—

বিস্মিতা। আবার সেই সতীত্বের ভয় দেখাচ্ছো? সেদিন বলিনি তোমাকে—যে শুধু সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বহন কোরতে আমি রাজী নই। সতীত্ব মানে তোমরা যা বোঝ আমরা তা আর বুঝিনে! ঘরে বসে থাকার নাম যদি সতীত্ব হয় তবে সে সতীত্বের কূট কৌশল এ যুগে অচল।

ধর্ম্মদাস। সত্যিই কি তোমার এ মনের কথা?

বিস্মিতা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) দেখো তোমাকে আজ একটা কথা বলি, সর্ব্বদা মনে রাখবে। আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আর কখন আমাকে তুমি কোরতে পাবে না, বুঝলে?

ধর্ম্মদাস এটাও কি তোমাদের সমিতির নূতন রেজলিউস্যান?

বিস্মিতা। কি—সমিতিকে ঠাট্টা ?

ধর্ম্মদাস। (বিষম ভুল জনিত বিস্ময়ে।) ওঃ! তাই তো আমার বিষম ভুল—গ্রেট্ মিষ্টেক্ হোয়ে গেছে। তাই তো, আমাকেও তো যেতেহচ্ছে বাইরে, কুমারী বিরোজা ডাট্ কার নিয়ে হয় তো এতক্ষণ অধীর অপেক্ষা কচ্ছেন আমার জন্যে !

বিস্মিতা। কে অপেক্ষা কছেন ?

ধর্ম্মদাস। কুমারী বিরোজা দত্ত বি, এ, !

বিস্মিতা। না, তোমার এখন যাওয়া হোতে পারে না। তুমি আমি দু'জনেই যদি বাইরে বেরিয়ে যায়, বাসায় থাক্‌বে কে ?

ধর্ম্মদাস। আমার এনগেজমেণ্টটা বড্ড জরুরী, আমাকে যেতেই হবে, তাঁকে আমি কথা দিয়েছি—না গেলে হয় তো মিস্ ডাট্ রাগ ক'রবেন। বরং তুমিই একটু অপেক্ষা করো আমি উইদিন হাফ এ্যান্ আওয়ারের মধ্যে ঘুরে আস্‌ছি। নইলে—

বিস্মিতা। (সহসা রাগিয়া গেল।) নইলে—কি কি ? বিরোজা ড্যাট রাগ ক'রবেন ? সে রাগ ক'রলে তোমার কি ? রাগ কোরবেন ! আমি গেলাম ভেস্তে, রাগ কোরবেন কুমারী ডট্ যত' সব বাইরের নোঙড়া মেয়ে গুলো এদের

মাথাটা আস্ত খেলে। আর তোমরাও হোয়েছো তেম্‌নি নিরেট বোকা। কোন মেয়ের নামের আগে কুমারী পেলে হয়, ওমনি ছুট্‌বে হ্যাঙলার মতো তার পানে!

ধর্ম্মদাস। কথাটা তোমাদের দিক হোতেও একটু ঘুরিয়ে নিলেই খাটে :—

বিশ্বিতা। কি? আমাদের জাতকে কটূক্তি! আমাদের দিক হোতেও খাটে? গেট্‌ আউট্‌—গেট আউট আমার সামনে থেকে—গেট আউট—

পুনরায় ফোন বাজিল। বিশ্বিতা বিরক্ত ভাবে রিসিভার তুলিয়া কহিল।

বিশ্বিতা। আমার এখন যাওয়া হবে না—তার জন্য দুঃখিত।

ঘ্যাচ করিয়া রিসিভার রাখিল। ধর্ম্মদাস ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। বিশ্বিতা ডাকিল।

পেঙলু—পেঙলু!

পেঙলু। (নেপথ্য হইতে) কহিয়ে গিন্নিমা!—

(প্রবেশ করিল।)

বিশ্বিতা। তোমকো হাম এক দফে বোল দিয়া নেই, কি ইসি নাম্‌সে হাম্‌কো মৎ ডাকো?

পেঙলু। কসুর হ'রহা হ্যায় মা-ই—আউর কোভি নেই হোগা।...কিয়া বোল্ দিয়া হাম্‌কো—দিলমে আতা নেই।!

বিম্বিতা। মেম্ সাহাব।

পেঙলু। হাঁ, হাঁ, মেম্‌সা'ব। আচ্ছা মেমসা'ব, মেম্ সা'ব—মেম্‌সা'ব্। কিয়া হুকুম, কহিয়ে মেম-সাব?

বিম্বিতা। তোমারা দিদি মনিকে ডাকো!

পেঙলু। জো হুকুম। (প্রস্থানোদ্যত)

বিম্বিতা। আউর শুনিয়ে, যো কোই হাম লোক্ কো তল্লাস কিয়েগা ওলোক কো একদম ভিঁয়াপর লেয়ানা হোগা। সামঝা লিয়া মেরা বাত?

পেঙলু। জি, হুজুর।

বিম্বিতা। যাও। দিদিমনি কো জলদি তলপ দেও।

পেঙলু চলিয়া গেল

বন্দনা প্রবেশ করিল। সে সাদা সিদে। বয়স আন্দাজ ষোল সতর হইবে।

বন্দনা। আমাকে ডাকছো মা?

বিম্বিতা। হ্যাঁ, তুমি কি কচ্ছিলে?

বন্দনা। পোড়ছিলাম ও ঘরে।

বিম্বিতা। তোমাকে আজ মিটিঙয়ে যেতে হবে, আমার সঙ্গে

বন্দনা। আজকে ?

বিস্মিতা। হ্যাঁ, আজকে—কেন তোমার আপত্তি কিসে শুনি ? তোমার এ প্রকারের আপত্তি আজ করার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে, তাতো বুঝ্‌ছি না ! সেদিন ও ঠিখ এই কথাই বলেছিলে। না, আজ আর কোন আপত্তি করা চোলবে না তোমার।

বন্দনা। কিন্তু বাবা বোলছিলেন, আজকে তাঁর কে একজন বিশেষ বন্ধু আসবেন, তাঁর জন্যে আমাকে এখন একটু থাকতে হবে—তাঁদের জল খাবারের ব্যবস্থা আমাকে নিজে হাতেই কোর্‌তে হবে।

বিস্মিতা। উঃ! আমার মেয়ে হোয়ে আমার মুখের ওপর এই কথা বোলতে পারলে ? সংসারের কাজের জন্যে তোমার সমিতিতে জয়েন করা হবে না— এটা কি একটা কারণ ? 'দেখ' বন্দনা, আজকে তোমাকে পরিস্কার বোল্‌ছি তোমার এসব শ্লেভ মেন্‌টালিটি নিয়ে, আমি তোমাকে আর বরদাস্ত কোরতে পারব না। একটা এত বড় প্রতিষ্ঠান—আমাদেরই প্রতিষ্ঠান, তাতে তুমি বাজে কাজের ওজর দেখিয়ে যদি যোগদান না করো, তাতে আমার কতো মর্য্যাদার হানি হবে জানো ! না না, ওসব মোটেই চোলবে না যেতেই হবে আমার সঙ্গে তোমাকে !

বন্দনা। না আমার যাওয়া হোতে পারে না। আজ বলেও নয়, কোন দিনই আমি যাবো না।

বিস্মিতা। (রাগিয়া) যাবে না?

বন্দনা। না। প্রগতীপন্থী বাঙ্গলার মেয়েরা আজ সমাজ সেবা, দেশ সেবা, সভা-সমিতি, সাহিত্য সেবার ভড়ঙের সুযোগ নিয়ে, অবাদ মেলা মেসা কচ্ছে—কেন কচ্ছে তা আমি তোমার মেয়ে হোলেও জানি। আমিও একজন নারী! সমস্ত মেয়েরা বাঁধা থাকবারপর মুক্তির সুযোগ পেয়ে যে ভাবে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়ছে তা তাদের ভালর জন্য শত করা পাঁচ জনও নেই! স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য প্রভেদ ভুলে দিবার ছল করে তারা যে নিজেদের জাতীয়তাকে হত্যা কচ্ছে, তাতে আমি নাইবা যোগদিলাম মা-এতে তো তোমাদের কোন ক্ষতি নেই? আজকে তোমাকে বোলতে বাধ্য হচ্ছি—ওপথ আমার নয়, সে জন্যে কোন দিনই আমি তোমার এই সাময়ীক মতে মত দিতে পারবো না—আমার বাইরের চেয়ে ঘরে ঢের কাজ।

সে চলিয়া গেল। ডক্টর-ডে ও নমিতা প্রবেশ করিলেন।

বিস্মিতা। শোন বন্দনা না!

ডাঃ-ডে। কি হলো—বিম্বিতা দেবী ?

নমিতা। এত উগ্রকণ্ঠ কেন ?

বিম্বিতা। বসুন। আমার মেয়ে হোয়ে ও আমারই মুখের ওপর বলে কিনা আমরা যে পথে চলেছি সে পথ ভুল পথ! যতো বড়ো মুখ নয়, তত বড় কথা ?

নমিতা। কেন, কি বলেছে কি ?

বিম্বিতা। ওকে আমাদের সমিতির শ্রেণী ভুক্ত কোরবো বলে ডাক্‌লাম এখন। মনে করেছিলাম—আজকের সভায় ওকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়েই যাবো। যাবার কথা শুনে আজ কদিন থেকে নানা বাজে ওজর আপত্তি করে আসছে। আজকে একেবারে পরিষ্কার জবাব দিলে, আমার যাওয়া হোতে পারে না! শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সমগ্র নারী জাতীর বিরুদ্ধে এমন কতকগুলো শ্ল্যাঙ ওয়ার্ড ইউজ কোরলে—যা কানে শুনলেও পাপ হয়। অথচ ও আমার মেয়ে! উঃ! এতোদূর স্পর্দ্ধা!

ডাঃ-ডে। কিন্তু এতে তো রাগ করবার কিছুই নেই বিম্বিতা দেবী! অমন হয়ে আস্‌ছে—হয়েছে—হবেও। পুরাতন আদর্শকে আপনাদের মত সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠ নারী না হলে সহসা ঝেড়ে ফেলতে

পারবে না। পুরাতন কু-প্রথা ওঁদের মনে প্রাণে যুগ যুগ ধরে শিকড় গেড়ে অস্থি মজ্জায় বসে আছে। এদোষ ওঁর নয়, এ দোষ আপনার নয়, এ দোষ সেই পুরাতন যুগের—

নমিতা। আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার ডে—এ দোষ কারো নয়—এ দোষ সেই পুরাতন যুগের। তা যদি না হোতো তবে আজকে আমাদের এ আন্দোলন করার কোন দরকারই হোতো না। আজকে তা হ'লে সমস্ত নারী জাতাই তাদের দুঃখ দৈন্যের কথাভেবে একযোগে বেরিয়ে আস্‌তে পারতো—পারেনি শুধু এক ওই কারনে। তাই তো আমাদের আজ কর্ত্তব্য সমস্ত মেয়েদের প্রাণ মন জাগ্রত ক'রে—সমস্ত পুরাতন কু-নীতি তাদের মন থেকে দূর করে দিয়ে সজাগ ক'রে তোলা। আজ হোতে আমাদের কর্ত্তব্যই হবে তাই। দিকে দিকে আমাদের নীতির প্রবল প্রচার করে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে নূতন আলো—নূতন নীতি। এ যদি আমরা সমস্ত বাধা ঠেলে—সম্মুখের সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ্য করে কোরতে পারি, তবে দেখতে পাবো আমাদের উদ্দেশ্যের পূর্ণ সফলতা—তখন দেখতে পাবো

তারাই উদ্যোগী হ'য়ে এ কাজে যোগ দিচ্ছে —যারা একদিন বিমুখ হয়েছিল। এতে বিরক্ত হোলে তো চোলবে না ভাই! এ সমস্তই সইতে হবে বলেই তো আমরা কাজে প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হয়েছি।

এমন সময় বাহিরে পেঙলুর গলা শোনা গেল। সে যেন কাহাকে কহিতেছে।

পেঙলু। আপ আইয়ে—মেরা সাথ দিল খোস করকে আইয়ে! মেম্‌সা'ব হাম্‌কো হুকুম দেদিয়া যো কই আবেগা উপর সে লেয়াও। আপকো কুছু ডর না আছে। আইয়ে! হাঁ—সিধা সিধা—চলা যাইয়ে—ডান তরফ।

মদন প্রবেশ করিল।

মদন। ধর্ম্মদাস বাবু—(ডাঃ-ডেকে) এই যে আপনি-ও এখানে? যাক্—এক মাসের চেষ্টায় দেখা তো পেয়েছি আপনার। টাকা তিনটে দিয়ে দিন আর কেন!

বিস্মিতা। আপনিকে? এখানে কেন?

মদন। আঁজ্ঞে আমি এসেছিলাম ধর্ম্মদাস বাবুর খোঁজে। আপনাদের দারবান বোললে—এখানেই আসতে, তাই এসেছি। এসে তাঁর দেখা

পেলাম না বটে, কিন্তু যে জন্যে এসেছিলাম তাঁর খোজই পেলাম। ডাক্তার-ডের খোঁজেই আমার আসা তাঁর কাছে। ওঁর কাছে আমি কয়েকটা টাকা ছ'মাস হোলো পাবো। তা উনি দেখাই করেন না আমার সাথে—অন্য পথে হাঁটেন আজ-কাল।

বিস্মিতা। টাকা পাবেন টাকা নেবেন—ভদ্রলোক্‌কে এখানে তাগাদা কেন রাস্‌কেল ?

মদন। তাগিদ না দিলে ভদ্রলোকের কাছে টাকা আদায় হয় না-মা!

ডাঃ-ডে। ভদ্রলোকে ধার করে কেন? উপুড় হস্ত না করবার জন্যেই তো!

মদন। সিগারেট কেটো কোটো খাবার সময় তো—

ডাঃ-ডে। থামো ম্যান, থামো!—কার দেনা ছিল না শুনি? ভার্জ্জিনা পড়েছো, টাশো-বেনিয়ন কি মধুসূধনের লাইফ পড়েছো ? কোন্ সম্মানীয় লোকের দেনা ছিল না শুনি?

ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিল

ধর্ম্মদাস। বলো শুনি, তোমার মুখেই একবার। উনি ধার নিয়েছেন মানেই, তোমার না চাওয়া হচ্ছে Implied responsiblity. উনি ভদ্রলোক।

মদন। উনি ভদ্রলোক না চাষা! আজকালকার

ভদ্রলোক হচ্ছে তারা—যারা ধার নিয়ে দেবার কথা ভুলে যাই—তাদের কাছ হোতে সে টাকা আদায় কোরতে হয় গলায় গামছা দিয়ে।

(মদন রাগে বাহির হইয়া গেল)

পূর্ব্ববৎ মঞ্চের আলো নিভিয়া প্রকাশ পাইলে দেখা গেল পার্কের দৃশ্য। টেনিশ র‍্যাকেট্ হাতে আধুনিক ভাবে সজ্জিতা নমিতা, মডার্ণ রুচি মাফিক পার্কের একটি বেঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া ডক্টর-ডের সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

নমিতা। হ্যাঁ, আমি সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত ডাক্তার দে। আপনি আর আমায় পরিক্ষা কোরবেন না। আপনি তো জানেন—আজকালকার আধুনিক মেয়েদের মরালকারেজ কতো! তারা যা এক বার কোরবে ভাববে তা কোরবেই, তাতে পিছপা নয়—আর তা ছাড়া, আপনি আমাকে বিশেষ জানেন।

ডাঃ-ডে। না সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈত নেই। তবে একটা কথা, দেখুন নমিতা দেবী আমি যে

আপনাকে—মানে আপনাকে নিজস্ব করে কাছে পেতে চায়—তা আপনি বোধ হয় সেই বিলেতের প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আপনি—

নমিতা। আমিও আপনাকেই পেতে চায় ডক্টর ডে! আজকে যদি আমার এ দুঃসময়ে আপনাকে কাছে না পায়, তবে আমার এ হৃদয় সাহারার মত মরুভূমি হয়ে উঠবে—আমাকে চির দিনের মত অন্ধকারে ফেলে রাখবে। রাগ! আজ কার ওপরে রাগ কোরবো ডে? রাগ করবার মত আপন লোক এ বিশ্বে আমার কেও নেই—এক আপনি ব্যতীত! আপনাকে পাশে পেলে আমার এ লাঞ্ছিত, তিক্ত, শুষ্ক হৃদয় আবার ফুলে ফলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে—

ডাঃ-ডে। কিন্তু—

নমিতা। আমি রাগের বসেই আজ মিটারকে ডাইভোর্স কোরতে চায়—আপনাকে সেই জন্যেই এ কথা বোলছি, এই কথাই আপনি বোলতে চান তো? ভুল, এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ডক্টর ডে। স্বামীর মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হোলো না—সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার গরমিল হোয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি

হলো—একটা অপ্রীতীকর আবহাওয়া আমাদের মাঝে নেমে এলো—এতে তো কারো হাত নেই,এ যে অবসম্ভাবী—ঘোটবেই তা আমি পূর্ব্বে হোতেই টেরপেয়েছিলাম। হয় তো বোলবেন তখন হোতেই প্রতিকারের কোন চেষ্টা করিনি কেন? কেন করিনি তা হয়তো কিছু শুনেছেন। কিন্তু এখন দেখলাম আর নয়। আমরা দু' জনের যদি একজন আর একজনকে ডাইভোর্স না করি তবে উভয়েরই জীবনদূর্ব্বহ হোয়ে উঠবে —চরমে এসে তিক্ততায় ভরে উঠবে। তাই আমাকেই আগে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে! ওঁর ওই যথেচ্ছাচার নীতি সয়ে পড়ে থাক্‌বার মত মেয়ে আমি নই। আপনি কথা দেন, যে আমায় সুখী কোরবেন, তাহ'লে আমি কালই ডাইভোর্স :কেস্, ফাইল করে দিই। (ব্যকুল ভাবে হাত ধরিল) বলুন—

ডাঃ-ডে। সত্যি তা কোরবেন নমিতা দেবী! এ আমার কাছে আলেয়ার আলো হয়ে দাঁড়াবে না তো?

নমিতা। নিশ্চই না। আপনি দেখে নেবেন ডে-সাহেব এ আমার ছলনার কথা নয়, এ আমার হৃদয়ের আন্তরিক গভীর সত্য কথা।

ডাঃ-ডে। আপনার মনের গতি যে এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন

হয়েছে তাতে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনিই এ যুগের সত্যিকার একজন আদর্শ নারী। আজ আপনাদের জাতী সব কিছু হারাতে বসেছিলো, কিন্তু আজ দেখছি সব হারিয়েও আপনারা একেবারে নিশ্বঃ হোয়ে জাননি—তার প্রমান আপনি। যে দিন আপনাকে অক্সফোর্ড কমন রুমে প্রথম দেখি, সেই দিনই বুঝেছিলাম আপনার হৃদয়ের রহস্য—এবং সেই দিনই আমি প্রথম বুঝেছিলাম আপনার মত একজন সঙ্গীনিকে পাশে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সত্যিই আপনাকে আমি ভালবাসি নমিতা দেবী!

নমিতা। তা হ'লে আর মিছে দেরী করে লাভ নেই ডক্টর ডে। দু' একদিনের মধ্যেই ফ্রেণ্ডস্‌দের এক জলসায় আমন্ত্রন করে আমাদের বাহ্যিক মিলনটা শেষ করে ফেলি—কি বলেন?

ডাঃ-ডে। নিশ্চই! আমি এভার রেডী। যখন আমাদের মনের মিলন হোয়ে গেছে, তখন বাহ্যিক্ মিলনে যত দেরী করা যাবে ততই ক্ষতি এবং অশান্তিও বটে। তা হলে আপনি কালই আপনার হোম ফারনিচার আমার এখানে উঠিয়ে আনতে পারেন।

নমিতা। তা আর বোল্‌তে হবে না আশা করি।

ডাঃ-ডে। মেয়েদের অতো বড়ো অবমাননা সয়ে আপনি যে এতদিন প্রফেসার মিটারের কাছে—অর্থাৎ আপনার প্রথম স্বামীর কাছে কাটিয়ে আসছেন তাতে আপনার বাহাদুরী আছে। আপনার ধৌর্য্যশীলতার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

নমিতা। আমি বলেই থাকতে পেরেছি ডে আর কেহ হোলে সহ্য কোরতে পারতো না। পূর্ব্ব যুগের অশিক্ষিতা মেয়েদের মত আজকালকার প্রগতী-শীল নারীরা স্বামীকে আর যাই হোক অনততঃ দেবতা ভাবতে পারে না, কারন—এ ধাপ্পা তাদের বোঝবার শক্তি হোয়েছে—মনের জড়ত্ব ঘুঁচে গেছে—তারা এখন উন্মুক্ত আলো দেখতে পেয়েছে—কতকগুলো ভুয়ো বুলি দিয়ে আটকে রাখা এখন তাদের মোটেই সম্ভব নয়। স্বামী! দেবতা! হাঁসি পায় এখন ও কথা গুলো শুন্‌লে!

মঞ্চ পূর্ব্ববৎ অন্ধকার হইল। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে অতি-ধীরে ধীরে বন্দনার সঙ্গীত কণ্ঠ স্বরের সঙ্গে সঙ্গে আলো ফুটিয়া উঠিলে দেখা গেল বন্দনা গান গাহিতেছে আর তাহার অনতি দূরে মিটার ও ধর্ম্মদাস তন্ময় চিত্তে সেই গান শুনি-তেছেন।

কীৰ্ত্তন।

জনম অবধি হাম , তোহে না ডাকনু
মিছাকাজে দিন বহি গেলা।
তোহে ভজিতে নাথ, আপনা ভজিনু
আর তোহে ডাকিব কোন্ বেলা॥
সরম খোয়ায়ে হাম চলেছি করম-পথে
হৃদেপরি আকুল পিয়াস।
লাখ লাখ জনম ঘুরি ফিরি আয়ব
যাবৎ না মিটিবে তিয়াস॥

গান শেষে বন্দনা চলিয়া গেল।

মিটার। সুন্দর—অতি মধুর! ধর্ম্মদাস, তোমার মেয়ে বন্দনা এতো সুন্দর গাইতে পারে তাতো কোন দিন জানতাম না। তুমি তো কই বলনি কোন দিন?

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে বোলবার মত সুযোগ কোন দিন মেলেনি।

মিটার তোমার মেয়েকে এই আবহাওয়ার মাঝেও যে ভাবে তৈরী করেছো তা সত্যিই প্রসংসার বস্তু। আজকাল এমন আদর্শের মেয়ে বড় একটা চোখেই পড়ে না। শিক্ষিতা—অথচ শিক্ষার অহঙ্কার বর্জ্জিতা, অচঞ্চল—অথচ যেটুকু চঞ্চলতা

নারীর না থাকলে মানায় না—সেটুকুও ঠিক্ আছে। বাঃ! তোমার টেষ্ট আছে—আই এ্যাম্ লাভ ইউ।

ধর্ম্মদাস। আজ্ঞে আপনি ভালবাসলেও বিস্মিতা ভালোবাসে না—

মিটার। এতে আশ্চর্য্য হবার মত তো কিছুনেই। আমি যেটা পছন্দ করি তুমি সেটা পছন্দ নাও কোরতে পারো। যেমন নমিতার সঙ্গে আমার—মানে আমি যা চাইলাম সে তা অপছন্দ কোর্‌লো। এমনই হয়—এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই! বিলেতে আমার এক ইউরোপীয়ান বন্ধু আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—"আধুনিক ভারতীয় নারীর বৈশিষ্টকি কি?" আমি বলেছিলাম কি জানো? বলেছিলাম—আধুনিক ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট—তারা উৎশৃঙ্খল ও নকল প্রিয়—

ধর্ম্মদাস। (ভয়ে চারিদিক দেখিয়া) একটু দাঁড়ান স্যর, বিস্মিতা—অর্থাৎ নারীপ্রগতী সভার সহ-সম্পাদিকা আশে-পাশে কোথাও আছে কিনা একবার দেখেনি'।

মিটার। কেন?

ধর্ম্মদাস। সমিতির বিরুদ্ধে বে-আইনি কোন কথা উচ্চারণ এ বাড়ীতে নিষেধ। আইন অনুমোদিত কথা

ছাড়া এখানে আর কোন কথা আলোচিত হবে না। ঐ দেখুন নোটিশ দেওয়াই আছে।

ধর্ম্মদাস আঙ্গুল দিয়া দেখাইল দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা পিস্ বোর্ড। তাহাতে লেখা আছে—

"এ ঘরে বসিয়া সমিতির বিরুদ্ধে কোন আলোচনা চলিবে না।"

তাহারই পাশে আর একখানিতে অনুরূপ ভাবে লেখা আছে—

নারীপ্রগতী সভা দীর্ঘজীবি হোক্।

মিটার। (মৃদু হাঁসিলেন।) তাই তো, এটা তো খেয়াল হয় নি ধর্ম্মদাস!

ধর্ম্মদাস। আপনার না হোলেও আমার খেয়াল আছে। দু'বেলা তার সম্মুখে ও দুটোকে ভক্তি ভরে তাকে খুসী করবার জন্য প্রণাম করি স্যর।

মিটার। আচ্ছা, তা হলে আজ আমি আসি ধর্ম্মদাস!

ধর্ম্মদাস। এতো সকালেই যাবেন? আর একটু বোস্‌লে ভালো হোতো না?

মিটার। না, আর বোসবো না। আজ আবার মহাপ্রভুর

জন্মতীথি। গোঁসাইজীর মন্দিরেও একবার যেতে হবে—

ধর্ম্মদাস। আচ্ছা।

মিটার। (উঠিলেন) নিতাই, নিতাই, রাধে রাধে!

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদাস আগাইয়া দিতে গেল। অপর দিক্ দিয়া বিস্মিতা রাগ ভরে প্রবেশ করিল। কোন দিকে না চাহিয়া দেওয়ালের লিখিত পিশ বোর্ড দুটা খুলিয়া তাহার পার্শ্ব হইতে দিয়াসলাই বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিয়া ব্যস্ত ভাবে কহিল।

ধর্ম্মদাস। আহা—হা—হা, কি পুড়াচ্ছো? দেখি—দেখি?

বিস্মিতা। থামো—বিরক্ত করোনা।

ধর্ম্মদাস। কি পুড়াচ্ছো কি?

বিস্মিতা। প্লাকার্ড।

ধর্ম্মদাস। (দেওয়াল দেখিয়া।) কেন—ও দুটো পোড়াচ্ছো কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হোলো না কি?

বিস্মিতা। না, এখনও হয় নি—তবে আর কিছু দিন পরে হোতো।

ধর্ম্মদাস। তোমার কথার অর্থ কোন কিছু বুঝতে তো পাচ্ছিনে—কি হোলো কি?

বিম্বিতা। আজ নারী প্রগতী সভার সহ-সম্পাদীকার পদ ত্যাগ কোরলাম।

ধর্ম্মদাস। (বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল।) এঁ্যা! তুমি বোলছো কি? এ যে আমি বিশ্বাস কোরতে পাচ্ছিনে বিম্বিতা! আমি বেঁচে আছি তো? না স্বপ্ন দেখছি?

বিম্বিতা। বেঁচেই আছো জাগ্রত অবস্থায়। আমার কথা শোনো, ঠাট্টা করোনা। আজকে তোমাকে সব বোলছি শোনো। বোস এখানে।

ধর্ম্মদাস। বলো—বলো!

বিম্বিতা। আগে কথা দাও ঠাট্টা কোরবে না!

ধর্ম্মদাস। না, কোরবো না। তবে বিস্মিত হবো মাঝে মাঝে—তাতে রাগ করো না।

বিম্বিতা। না। দেখ সত্যি কথা বোল্‌তে কি আজ পর্য্যন্ত নারী প্রগতীর মানে কিছুই বুঝিনি।

ধর্ম্মদাস। বোঝনি! কিন্তু উগ্র হ'য়ে প্রসংশা তো কোরতে?

বিম্বিতা। হঁ্যা, কোরতাম। কেন কোরতাম জানো? নাম কেনবার জন্যে। এযুগে ও জিনিষটার উপর জোর না দিলে বাইরে খাতির সম্মান আর নাম

সংগ্রহ করা যায় না। দেখেছো তো, কিছু বুঝি আর নাই বুঝি—সেদিনের মিটিঙ্‌য়ে দুটো কথা বোলতে না বোলতেই খবরের কাগজগুলো কেমন বড় বড় অক্ষরে নাম ছাপলে? ওরই মোহ ত্যাগ করা বড় কঠিন। আর তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে কোরবো বলে গেছিলাম—

ধর্ম্মদাস। তোমার আবার কি সুবিধে?

বিম্বিতা। আমাদের পয়সার অভাব বসত মেয়েটার বিয়ে দিতে পাচ্ছিনে—

ধর্ম্মদাস। হ্যা, তাই কি?

বিম্বিতা। ওকে নিয়ে যেতে চাইলাম মিটিঙে—ভাল ভাল শিক্ষিত ছেলেরা আমাদের সংশ্রবে থাকবার লোভে মাঝে মাঝে নানা অজুহাতে আসে, তাদের কেও যদি ওকে দেখে লভে প'ড়ে বিয়ে করে এই জন্যে। কিন্তু ও যেতে রাজী হয় নি। এখন দেখছি না গিয়ে ভালই করেছে। যখন বন্দনা গেল না দেখলাম তখন পয়সা উপায় কোরবার পন্থা মাথায় এলো।

ধর্ম্মদাস। পয়সা উপায়?

বিম্বিতা। হ্যাঁ। এটা বুঝি আজকেও বোঝনি যে, দেশের দোহাই দিয়ে যা রোজগার করা যায় অন্য

কিছুতে তেমন যায় না! কিন্তু আজকে বেশ বুঝেছি, দেশের কাছে—তার নামে জোচুরি করে পয়সা উপায় করার মত জঘন্য কাজ আর নেই। ওর চেয়ে যারা রূপ বেচে খায় তাদের নীতি ঢের ভালো। বলো তুমি আমাকে ক্ষমা কোরবে?

ধর্ম্মদাস। কি দোষ করেছো আমার কাছে যে, ক্ষমা চাইতে হবে?

বিস্মিতা। তবুও ঠাট্টা কোরবে?

ধর্ম্মদাস। আরে আমি ঠাট্টা কচ্ছি তা তোমাকে কে বোললো? তোমার তো কোন দোষ নেই বিস্মি। তুমি যে নীতি গ্রহণ করেছিলে—সেটাকে আমি তো কোন দিন খারাপ বলিনি! আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হলো না বলে তোমার মতকে যে খারাপ বোলতে হবে তার কোন মানে নেই। কারণ—আমার পথ ও নীতি, যে ভুল—বা তোমার মত ও নীতিও যে সত্যি—তা কে সঠিক বলে দেবে?

বিস্মিতা। তা হোক্। আজ আর কোন তর্ক করতে ইচ্ছে নেই। পথও নীতিরও বিশ্লেষণ কোরবো না। কেবল এই টুকুই বোলবো—নারী যদি স্বাধীন হতে চায়—প্রগতী পন্থী হোতে চায়,

তো পুরুষ বা সংসারকে বাদ দিয়ে তা হবে না। স্বাধীনতার সন্ধান সে ঘরে হোতেই পাবে!... সেদিন বন্দনা ঠিকই বলেছিলো।

মঞ্চের দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দেখা গেল ডাঃ-ডের বাগবাজার অঞ্চলের দিকের একটি অল্প মূল্যের বাসাবাড়ীর একটি কক্ষ। কক্ষে নমিতা বসিয়া খাতার পৃষ্ঠায় কি লিখিতে ছিল। প্রবেশ করিল একজন ভৃত্য।

নমিতা। আজকে বাজার হবে না নাকি নবদ্বীপ!

নবদ্বীপ। হবে গো হবে। একটু থামোনা বাপু বাজার তো আর পাইলে যাইনি গেলেই সব আস্‌বে।

নমিতা। তাতো জানি। কিন্তু দেরী করে গিয়ে তো লাভ নেই। তাতে বরং অসুবিধা ষোল আনা। (একটু পরে) আজকেও তো উনি এখনও এলেন না নবদ্বীপ! যাবার সময় তোমাকে কি কিছু বলে গেছেন?

নবদ্বীপ। না বলেনি কিছুই। নতুন বৌ এসেই তুমি যা আরম্ভ করেছো তাতে তেনার মাথাডা খারাপ হোয়ে গেইছে।

নমিতা। কি বোললে নবদ্বীপ! আমি এসে কি আরম্ভ

করেছি শুনি? আচ্ছা আসুন আজ তোমার বাবু! ডাক্তার ডে—

নবদ্বীপ। এলে কয়ে দিবে তো আমার কথা? কিন্তু কিছুই হবে না। বাবু বোকবেন আমাকে? বরং বাবুই আমাকে ভয় করে—বাবুকে আমি ভয় করি না। আর তুমি—

চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল কমল।

কমল। নমিতা!

নমিতা। কে কমল? আয় এ ঘরে বোস!

কমল। বোস্‌বো বলে আসিনি, কয়েকটা কথা জানতে এসেছি ভাই।

নমিতা। কি কথা?

কমল। যা শুনছি তা কি সত্যিই? আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস কোরতে পারিনি নমিতা। মিষ্টার মিটারকে তুই ডাইভোর্স করেছিস?

নমিতা। ওঃ! এই কথা। তা তোমার এত ব্যস্ত হোয়ে একথা জিজ্ঞাসা কোরতে আসার মানে?

কমল। মানে কি কিছুই নেই? তা হলে কথাটা সত্যি।

নমিতা। হ্যাঁ যা শুনেছো সবই সত্যি—একটুও এর মিথ্যা নেই—অতিরঞ্জিত করা নেই। মিষ্টার মিটারকে কেন ত্যাগ করেছি তা তোমরা

সকলেই জানো—অবাক্ হবার মতো তেমন কিছুই এতে নেই।

কমল। আশ্চর্য্য! নমিতা—আশ্চর্য্য তোর প্রগতীর নীতি—আশ্চর্য্য বিবেক!

নমিতা। (রাগিয়া) তুমি কি আমাকে বাড়ী বয়ে অপমান কোরতে এসেছো কমল? তা যদি এসে থাকো তবে খুব অন্যায় কোর্‌ছো!

কমল। তাহ'লে ডাইভোর্স হোয়ে গেছে? আশা করি সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ডে-র সঙ্গে সেকেণ্ড ম্যারেজ-টাও শেষ হয়ে গেছে?

নমিতা। নিশ্চই! এতে ইন্‌সাল্ট করে তোমার কোন লাভ নেই! ডক্টর ডে-কেই আমি আমার এ বিক্ষুব্ধ জীবনের একমাত্র পথিক—আমার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা বলে একান্ত আপন ভাবেই গ্রহণ করেছি! এ পৃথিবীতে এখন কেও যদি আমাকে শান্তি দিতে পারে—তো একমাত্র তিনিই।

কমল। শান্তি দিতে কি তিনি তোকে পারবেন? আমার মনে হয় তিনি বোধ হয় পারবেন না।

নমিতা। কেন? এ অহেতুক সন্দেহের তোমার কারণ কি শুনি?

কমল। কারণ? কারণ কি কিছুই নেই? যার বন্ধু

বান্ধবীদের নিয়ে সিনেমা,থিয়েটার, ড্যান্সপার্টি, বাড়ীতে জলসার আসরে মাসে খুব কম করে তিন শ' টাকা না হলে চলে না তার কি একজন সামান্য বীমা কম্পানীর দালালের খরচে এসব খেয়াল খুসীর খোরাক চ'লবে? না এতে সে সুখী হতে পারবে?

নমিতা। পারি না পারি সে বিচার আমার কাছে—তোমার কাছে নয়!

কমল। তা আমি জানি। কিন্তু তবুও—

নমিতা। দেখ কমল, অযাচিত ভাবে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আশা করি বৃথা উপদেশ দিয়ে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবে না! তাতে কোন বিশেষ লাভ হবে না।

কমল। কোন লাভ যে হবে না তা আমি জানি নমিতা! কিন্তু তবুও তুই আমার ছেলে বেলার বন্ধু বলেই তোর কাছে এসেছি—নইলে আর অন্য কোন মেয়ে হলে হয় তো আসতাম না। নমিতা, তোর ভবীষ্যত জীবনের পানে চেয়ে আমার ভয় হচ্ছে। কেবল ভাবছি এ কি তুই কোরলি ভাই!

নমিতা। ভেবে: তোমার কোন লাভ নেই। যা আমি করেছি তা বোধ হয় ভালই করেছি।

(থেমে) প্রথম স্বামীর সঙ্গে আমার জীবন ধারার কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল হোলো না বলেই তাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হোলাম—ব্যস্! এতে অকারণ ভাববার বা দুঃখ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ভাল মন্দ বিচার করে চলবার মত বুদ্ধি বা সাহস আমার আছে।

কমল। সাহস হয় তো আছে, কিন্তু বিচার বুদ্ধি বোধ হয় তোর নেই।

নমিতা। নেই? কেন? তোমাদের সনাতন নীতিকে মান্য কোরতে পারিনি বলে নাকি?

কমল। নীতিজ্ঞান তোর যথেষ্ট আছে তা মানি, কিন্তু সনাতন নীতি তুই কোনটাকে বোলতে চাচ্ছিস তা জানি না। তুই যে নীতির বড়াই কচ্ছিস সেই নীতির প্রবল তাড়নায় তুই নিজের যেমন সর্ব্বনাশ কোরলি, তেমনি আমাদের মাতৃ জাতীর—বাঙ্গলার নারীর মুখে যে কালী মাখিয়ে দিলি তা আর মোছবার নয়। এতখানি নীতি বোধ যদি তোর না থাকতো তা হলে বোধ হয় পাত্তিসনে, তোর বিবেকে অনততঃ বাধতো! তুই আজ মোহের বসে কি কোরলি নমিতা? ভারতের পবিত্র হিন্দু রমনী-

কুলের গৌরব একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধূলি-মলিন করে দিলি—একবার ভেবে দেখলি না তুই কি করছিস ! •

নমিতা। এ সব বড় বড় লেক্‌চার সভাতে বোলবার উপযুক্ত— এখানে—

কমল। তুই জানিস—ভারতের নারীর আদর্শ সমগ্র পৃথিবীর আদর্শের চেয়ে কত গরীমাময় ? সেই গরীমাময় মুখে কালী ঢেলে দিতে তুই একবারও দ্বিধা কোরলি না—আবার তুই বোলছিস তোর বিচার বুদ্ধি আছে ? আশ্চর্য্য !

নমিতা। কালী ঢেলেছি কি তাদের সমস্ত প্রগতীশীল দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছি সে বিচার করে দেখবার মত মস্তিষ্ক তোমার নেই ! অথচ তুমি একজন গ্রাজুয়েট্‌ !

কমল। আমি বিচার করে দেখবার আগে তুই দেখলেই ভাল হোতো নমিতা ! এই ভারতের বুকে জন্মেছিলেন—আমাদেরই জাতী—পুণ্যবতী গার্গী, লীলাবতী, খনা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী —যাঁদের নাম কোরলে সমস্ত বিশ্বমানবের আজ পর্য্যন্ত ভক্তিভরে আপনা হতেই মাথা নুয়ে পড়ে—ভারতের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্টায় যাঁদের সতীত্বের মহিমা গাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে

আজ তাঁদেরই শুভ্র মুখে—ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায়—তাঁদেরই একজন হয়ে যে কলঙ্কের কালী লেপে দিলি তা চিরদিন কাটা ঘায়ের মত বেঁচে থাকবে নমিতা! এর চেয়ে শোচনীয় অধগতি ভারত কোন দিন কল্পনা কোরতে পারেনি—হয় তো আর কোন দিন পারবেও না।

নমিতা। (শ্লেষভরে) লীলাবতী, খনা, গার্গীর পুরাতন পচা ঘুন ধরা আদর্শ পালন কোরতে তোমরা পারো—সে আদর্শ এ যুগের জন্য নয়। লীলাবতী—

কমল। থাক—ও নাম আর করিস না। তোর এ অপ-কর্ম্মে আজ তাঁরা শিউরে উঠবেন—যা কখন তাঁরা ভাবতেও পারেন নি আজ তাই—তাঁদেরই শ্রেণীর একজনের দ্বারা সাধন হয়েছে দেখে হয় তো ডুক্‌রে কাঁদছেন! থাক্—তোকে আজ আর এ সব কথা বলা বৃথা, কারন—পাশ্চাত্যের উগ্রনেশা তোর এখনও কাটেনি,। তোর যদি বোঝবার শক্তি থাক তো তবে—

নমিতা। আমার থেকে দরকার নেই—তোমার থাকলেই যথেষ্ট।

কমল। নমিতা—

নমিতা। দেখ কমল, তর্ক করবার মত মনের অবস্থা এখন

আমার নেই—যদি তর্ক কোরতে চাও তবে তুমি চলে যেতে পারো।

কমল। চলে আমি যাচ্ছি নমিতা, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—একদিন তুই নিশ্চয় বুঝতে পারবি তুই কতখানি ভুল পথে এসেছিস। যে দিন বুঝতে পারবি সেদিন বন্ধু মনে করে ডাকিস—তুই রাগ করে থাকলেও আমি পারবো না। সেদিন তোর যত টুকু কাজে লাগতে পারবো তা কোরবো।

নমিতা। আশাকরি সে সেদিন তোমাকে না ডাকলেও হয় তো আমার চোলবে। আর যদি—

কমল। চললেই ভালো।

সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।
নমিতা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কিছু পরে সে একখানি গান ধরিল।

গান।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলাম
ভুলিয়ে দিলো তারে—
এবার কোথায় চোলতে হবে
নীশিথ অন্ধকারে।

বুঝি বা সেই বজ্র রবে,
নূতন পথের বার্ত্তা কবে,
কোন পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি—
মোর জীবনে জ্বলবে নাকি বাতি?

গান শেষে কিছু পরে ভুলু, টুলু, মীরা
ও মায়া প্রবেশ করিল।

টুলু। মা, তুমি চুপ করে বসে আছো যে—আমাদের বুঝি খিদে পায়নি?

ভুলু। মা—ওমা? কথা ক'চ্ছ না যে—খেতে দাও!

নমিতা। খিদে পেয়েছে তো আমি কি কোরবো? যাও এখন বিরক্ত করোনা বোলছি!

মায়া। ক্ষিদে পায় যে!

টুলু। ও ঘরে একখানা পাঁউরুটি আছে তাকের ওপর ওখানা আমি নেবোগা মা?

ভুলু। তুই নিবি কি রকম? আমি আগে ওখানা দেখিছি—আমি নেবো।

সে ছুটিয়া আনিবার জন্য যাইতেই
টুলু তাহাকে ধরিয়া ফেলিল
এবং পরস্পরে আগে যাওয়া
লইয়া বিবাদ বাধাইয়া তুলিল,
সঙ্গে সঙ্গে বিকট কান্না ও
চিৎকার আরম্ভ হইল। সেই

চিৎকারের মাঝে ডাঃ-ডে উস্‌খোখুসকো—অতি ক্লান্তভাবে একটি ওভারকোর্ট হাতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। এবং ঘরে এই প্রকারের ঘটনা দেখিয়া অবাক হইলেন।

ডাঃ-ডে। নমিতা এরা কারা যে এখানে ঢুকে চিৎকার আর মারামারি বাধিয়ে বাসাটাকে হাট করে তুলেছে! নবদ্বীপ—নবদ্বীপ—বেরো—বেরো ছুঁচোরা! নমিতা, তুমি এ সবগুলো চুপ্ করে দেখছো? মেরে ঘরের বের করে দিতে পারোনি পাগেয়া গুলোকে?

নমিতা। তুমি এ দুদিন কোথায় গেছিলে আমাকে কিছু না জানিয়ে?

ডাঃ-ডে। জানাবার অবসর পাইনি—আঃ! এত চিৎকার তো সহ্য হয় না! এরা কে যে, তুমি নিরবে ওদের এত অত্যাচার সহ্য কোরছো?

নমিতা। ওরা আমার প্রথম স্বামীর ছেলে। মামার বাড়ী ছিলো কালকে এসেছে এখানে। ছেলের অত্যাচার মা-য়ে সহ্য কোরবে না—

ডাঃ-ডে। (অধিকতর বিস্ময়ে) তোমার প্রথম পক্ষের ছেলে? তোমার ছেলে-মেয়ে আছে তা তো পূর্ব্বে কখন দেখিনি বা শুনি নিও!

নমিতা। ছেলে মেয়ে আছে তার আবার বোলবোকি? দেখনি তার কারন ওই তো বোললাম—ওরা আমার কাছে ছিল না এতদিন।

ডাঃ-ডে। এতদিন যখন ছিল না, তখন এখনিই বা এখানে এলো কেন? মামার কাছে থাকলেই পার তো।

নমিতা। তার মানে? তোমার এ কথা বোলতে একটু দ্বিধা হোলো না? পেটের ছেলে চিরদিন থাকবে পরের বাড়ী আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি!

ডাঃ-ডে। (সহসা রাগিয়া উঠিলেন।) আমার বুদ্ধির পানে না চেয়ে তোমার বুদ্ধির পানে চাও! প্রথম স্বামীর ছেলে! বিয়ের পূর্ব্বে আমাকে এ কথা তো মোটেই জানাও নি যে তুমি ছেলের মা হয়েছো। আমাকে তুমি প্রতারণা করেছো—আমাকে—

(রাগে ঘরময় ঘুরিতে লাগিল)

নমিতা। প্রতারণা কে করেছে আমি না তুমি? একবার ভেবে দেখো!

ডাঃ-ডে। ভেবে দেখবো। (নিজের মনে কি ভাবিয়া কঠোর ভাবে রাগিয়া উঠিল) নমিতা! বিদেয় করে দাও ওদের! পরের বোঝা কেন আমি অনর্থক বইতে যাবো। আমার যখন কোন

সম্পর্ক নেই হত ভাগাদের সঙ্গে—দাও বিদায় করে! যা হত ভাগারা—বেরো!

নমিতা। যদি ওদের পুষতেঁ পারবে না তবে কেন আমাকে বিয়ে কোরতে গিয়েছিলে লোফার ?

ডাঃ-ডে। তোমার ওই একপাল ভেঁড়াকে দেখে নয়—তোমাকে দেখে।

নমিতা। আমাকে দেখে ? কিন্তু আমাকে দেখেই যদি বিয়ে করে থাকো তাহলে পুষতে বাধ্য তুমি। তোমার ঔরসে আমার আবার যে ছেলে হবে না তা কে বোলতে পারে ? তখন—তখন কি কোরবে ?

ডাঃ-ডে। তখন আমার ছেলেদের পুষবো আমি—পরের ছেলে কেন পুষবো ? উৎপাত যেচে কে ঘাড়ে নেবে ?…তোরা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যা বেরো!

ছেলেরা ভয়ে অপরাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নমিতা। ওরা কেন যাবে—যাবে তুমি!

ডাঃ-ডে। (বিষম রাগিয়া।) আমি যাবো ?

নমিতা। হ্যাঁ! মনে থাকে যেন—বন্ধু-বান্ধবীদের সাক্ষাতে ব্রাহ্ম মতে আমাকে বিয়ে করেছো। আদালতে

কেস কোরলে খোরপোস দিতে দিতে চোখে অন্ধকার দেখবে।

ডাঃ-ডে নালিশের কথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেলেন। কি করিবেন তাহা সহসা ভাবিয়া না পাইয়া স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু পরে তাঁহার মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। ইঙ্গিতে ভিতর হইতে নবদ্বীপকে ডাকিয়া কানে কানে তিনি একটু দূরে আসিয়া বলিলেন—

ডাঃ-ডে। ওই যে বারান্দায় কতকগুলো ছেলে-মেয়ে খেলা কর্চ্ছে, ওদের ডেকে আনতো! যদি আসতে না চায়—বোলবি তাদের খেলার সেট কিনে দেবো। আর যা বোললাম তাই তাদের শিখিয়ে দিবি। পারবি তো?

নবদ্বীপ। কেন পারবো না। এখুনি আনছি তাদের ডেকে।

চলিয়া গেল। এবং মুহূর্ত্তে ৫।৭ জন ছেলেকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ডাঃ-ডে। হ্যাঁ রে, তোদের আসতে এতো দেরী হোলো

নবদ্বীপ। সে আর বলেন কেন বাবু। রাস্তার মাঝে

যেখানে যা দু' চোখে পোড়ছিলো তাই দেঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিলো। আমি বাড়ীর দোর পার হোয়েই দেখি ওরা ওঁখানে দেঁড়িয়ে।

পল্টু। বাবা খিদে পেয়েছে! সেই কখন বাড়ী থেকে বার হোয়েছি—এখনও ভাল করে খাওয়া হোলো না।

ডাঃ-ডে। আরে বাপু দাঁড়া—এই তো এসে বাড়ীতে পা দিলি—একটু সবুর কর। ওই তোদের নতুন মা বসে আছেন ওঁকে সকলে প্রণাম কর আপনি খেতে পাবি।

পল্টু। ওই আমাদের বুঝি নতুন মা—বাবা? (নমিতার কাছে গিয়া।) তুমি বুঝি আমাদের নতুন মা হও?

তাহারা নমিতাকে প্রণাম করিতে গেল। নমিতা অন্য দিকে ঘুরিয়া বসিল।

পল্টু। মা, কথা কইছো না কেন মা? কতদিন পরে আমরা নতুন মা পেলাম আমাদের আদর না করে—

নমিতা। কে তোদের মা? (নমিতা দাঁড়াইল) দে। এরা সব তোমার ছেলে? আমাকে না এক দিন বলেছিলে বিয়েকরোনি তুমি?

ডাঃ-ডে। হ্যাঁ, এতো গুলোই আমার ছেলে। অবশ্য এক মা-য়ের পেটের নয়। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। এতদিন—এরা ছিলো ওদের নিজের. নিজের মামার বাড়ীতে। তোমার কাছে ভালো থাকবে বলে দু'দিন হোলো ওদের আনতে গেছিলাম। এতদিন ছিলো ওরা মাতৃ হারা—আজ মা পেলো। এখন এরা এখানেই থাকবে।

নমিতা। এখানই থাকবে?

ডাঃ-ডে। হ্যাঁ।

নমিতা। (স্তম্ভিত ভাবে।) পাঁচ বছর আগেও আমি ভাবতে পারিনি যে, অমি একটা মহা শূন্যের মাঝে এসে দাঁড়াবো।

ডাঃ-ডে। কিন্তু আজ! এই পাঁচ বছর পরে—

নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না। সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অস্ফুট আর্ত্তনাদ মধ্যে সোনা গেল।

নমিতা। ভগবান! আমাকে এ কোন পথে নিয়ে এলে? এখন আমি কি কোরবো—কোথাই যাবো—সমস্তই যে আজ আমার চোখে অন্ধকার!

ধীরে ধীরে আলো নিবিয়া গেল।
অন্ধকারের মধ্যে নমিতার মৃত্যু
ক্ষীণ করুন কান্না শোনা যাইতে
থাকিবে। সেই অন্ধকারেই
নাটক চলিতে থাকিবে।

মহাদেব। উঃ! উমা—মর্ত্তের এ দৃশ্য কি ভয়ানক—
কি ভীষন!

নারদ। মা—

নন্দী। মর্ত্তের ওই দারুন আবহাওয়া তুমি এই শান্ত—
স্থির স্বর্গধামে টেনে আনতে চাও মা?

উমা। দেখ নন্দী! যা বোঝনা তা নিয়ে আলোচনা
ক'রনা!

মহাদেব। তুমি কি চাও উমা?

উমা। আমি চাই নারীর অবাধ মুক্তি!

মহাদেব। কিন্তু সে বস্তু—

উমা। প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত কোরবার বৃথা চেষ্টা আমাকে
করোনা—পারবে না। আজ কোন যুক্তি
মানবো না।

মহাদেব। মানবে না?

উমা। না—না!

মহাদেব। তুমি নারীর অবাধ স্বাধীনতা কোন পথে
আনতে চাও—কোন পথে নারীর সমস্ত

ভবীষ্যৎ চালনা কোরতে চাও? কমলের নির্দ্দেশিত পথে—না নমিতার নির্দ্দেশিত পথে—বল কোন পথে আনতে চাও নারীর অবাধ মুক্তি?

দপ করিয়া আলো জ্বলিলে দেখা গেল কেহ কোথাও নাই নমিতা একা তখনও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

যবনিকা।